রেজিষ্টার নং ৩৫ Registered No 35. রেজিষ্টার নং৩৫

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক সমেত অতিরিক্ত৮৷ ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক সমেত অতিরিক্ত৪৷৵ ডাক মাশুল ৸৹, ত্রৈমাসিক সমেত অতিরিক্ত ৩, ডাক মাশুল ।৵৹ আনা।।
অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷৹, ডাক মাশুল ১৷৹টাকা। বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵৹, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৴৹আনা।
ইংরেজী প্রতি পংক্তি ।৹আনা।

৭ম ভাগ { কলিকাতাঃ— ৩ রা পৌষ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। } ৪৫ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

মফস্বল এজেন্সি।

মফস্বলবাসী রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ভ্রান্ত লোকদিগের কলিকাতায় যদি কোন দ্রব্য খরিদ করিতে হয় তাহা আমাদিগকে লিখিলে আমরা অতি সত্বর ও স্বল্প মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। যত টাকার জিনিশ খরিদ হইবে তাহার প্রতি শতকরা আমরা পাঁচ টাকা কমিসন কাটিয়া লইব। অর্ডারের সঙ্গে২ টাকা পাঠাইতে হইবে। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের বরাবর অর্ডার ও টাকা পাঠাইলে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইব। কাহারো কোন পুস্তক কি অন্য কোন বিষয় ছাপাইয়া লইতে হইলে তাহারো বিশেষ সুবিধা করিয়া দিতে পারি।

শ্রীঅনীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

☞ কাপড়, পুস্তক, ষ্টেসনারি, ফার্ণিচার ইত্যাদি যত প্রকার দ্রব্য কলিকাতায় পাওয়া যায় তাহা আমরা প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছি। এতদ্ভিন্ন অল্প সুদে যত টাকা হউক কর্জ্জ করিতে হইলে তাহারও যোগাড় করিয়া দিতে পারিব।

কি ভয়ানক দুর্ভিক্ষ!
নাটক।

এই পুস্তক ঢাকা বাবুর বাজার বাবু কিশোরি লাল রায় চৌধুরি মহাশয়ের বাসায় গ্রন্থকারের নিকট ও জেন, কে, চট্টোপাধ্যায়ের ও পেটেটলি রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যাইবে

'চিকিৎসাতত্ত্ব মাসিক পত্র।'

অশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত।

রয়েল ১২ পেজী ফর্ম্মার ২১০ আড়াই ফর্ম্মা আকার। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৵৹, ডাকমাশুল ।৵৹ আনা। কার্য্যালয় কলিকাতা, বড়বাজার, বটতলা ষ্ট্রীট ৩ নং বাটী।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ রক্ষিত
কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত কালিময় ঘটক প্রণীত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রিট ৩০ নং সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে এবং রাণাঘাটে শ্রীবিহারি লাল দত্তের দোকানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

প্রথম চরিতাষ্টক	।৹
দ্বিতীয় চরিতাষ্টক	৸৹
প্রথমভাগ পদ্যময়	৵৹

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বৰ্দ্ধমান প্রদেশাধিপতি বাহাদুর অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত।

শ্রীচন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বা... মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ...ধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সপ্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঔষধাদি প্রদান করেন।

বহুমূত্র পীড়ার মহৌষধ।

১মস বহুমূত্ররোগপযুক্ত ঔষধ ও তৈলের মূল্য মায় ডাকমাশুল ১৫ টাকা।

কুন্তল বৃষ্য তৈল।

ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় কেশ হীনতা (টাক) দূর ও কেশ অকারণ পক্বতা প্রাপ্ত না হইয়া বিশিষ্ট রূপ বৰ্দ্ধিত ও শোভাযুক্ত হয় এবং মস্তক ঘূর্ণন প্রভৃতি শিরোরোগ আরোগ্য, মস্তিষ্ক সুশীতল ও চক্ষুর্জ্যোতি বৃদ্ধি হয়। ইহা অতি মনোহর গন্ধযুক্ত।

মূল্য ১ শিশি ১৲ ডাকমাশুল ।৵৹ আনা

দন্তশোধন চূর্ণ।

ইহা নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে নিশ্চয় সর্ব্বপ্রকার দন্ত রোগারোগ্য, দন্তমূল দৃঢ়, মুখের দুর্গন্ধ দূর এবং দন্ত উত্তম শুভ্র বর্ণ হয়।

১ কৌটা ।৹ ডাকমাশুল ।৹ আনা

সুধাংশুদ্রব।

ইহা দ্বারা মুখ মণ্ডলের বিকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ মেচেতা) ও ব্রণ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। শুষ্ক ত্বক কোমল ও পরিষ্কার হইয়া মুখশ্রী সমধিক বর্দ্ধিত ও বর্ণের উৎকর্ষ সম্পাদিত হয় এবং ছুলি, ঘামাচি, চুলকানি আরোগ্য হয়। উহা সদ্গন্ধযুক্ত।

১ শিশি ৸৹ ডাকমাশুল ।৵৹ আনা

শ্রীবিনোদ লাল সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ।

THE UNIVERSAL MEDICAL HALL
N. C. PAUL AND CO'S MOST WONDERFUL PILLS!

A Specific for chronic and malarious fevers, enlarged spleen and liver.

অত্যাশ্চর্য্য বটিকা!!

পুরাতন ও ম্যালেরিয়া অর্থাৎ সংক্রামক জ্বরের এবং প্লীহা ও যকৃত রোগের মহাঔষধ।

এ পর্য্যন্ত উপরোক্ত রোগাদির যে সকল ঔষধ প্রকাশ হইয়াছে তাহা অনেকে সেবন করিয়া প্রথমে আরোগ্য লাভ করেন পরে অল্প কালের মধ্যে পুনর্ব্বার পীড়িত হইতে প্রায় সর্ব্বদা দেখা যায়। এক প্রকারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ সকল ঔষধ দ্বারা রোগ কেবল স্থগিত থাকে মাত্র, এক বারে রোগ বিনাশ হয় না। কারন যে পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া বিষ শরীর হইতে নির্গত না হয় সে পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার পীড়িত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই নিমিত্ত আমরা বহুতর বহুদর্শী ও সুবিখ্যাত চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য নামক রৌপ্যাবৃত বটিকা প্রকাশ করিতেছি। ক্রমাগত গত চারি বৎসরাবধি নানা প্রকার, পরীক্ষা দ্বারা ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে এই মহৌষধ সেবনে সহস্র সহস্র উল্লিখিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এমন কি যাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসায় বিরক্ত হইয়া বাঙ্গালা চিকিৎসায়ও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারাও এই বটিকা সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ইহা শরীর হইতে কুইনাইনের ও ম্যালেরিয়ার বিষ নির্গত করিবার এক প্রকার দৈব ঔষধ বলিলে বলা যাইতে পারে। প্রতি কৌটায় ৩০টা বটিকা আছে এবং উহা সেবনাদির নিয়মাবলি উহার সহিত আছে।

প্রতি কৌটার মূল্য ১৷৹ টাকা ডাক মাশুল ৵৹ আনা। এই মাশুলে ২টা কৌটা অনায়াসে যাইতে পারে। অপর

আমরা বহু দিবসাবধি বিলাত হইতে ইংরাজী ঔষধাদি আনাইয়া অত্র নগরীতে ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্রয় ও প্রেরণ করিতেছি। এক্ষণে যে সকল মহোদয় উক্ত ঔষধাদির নিয়ম বিবেচনা করিয়া থাকেন ও সুলভ মূল্যে উত্তম ঔষধ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগেরনিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে যখন যাহা প্রয়োজন হইবেক অনুগ্রহ আমাদিগকে লিখিলে ও মূল্য প্রেরণ করিলে অতি সত্বর প্রেরণ করিব, ও ঔষধের মূল্যের মুদ্রিত তালিকা বিনা মূল্যে বিনা ডাক মাশুলে পাঠাইব এবং ঔষধাদি ভিন্ন অপরাপর দ্রব্য যাহা প্রয়োজন হইবেক তাহাও সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া পাঠাইতে পারিব তাহার কমিসন শত করা ৫ পাচ টাকা মাত্র লইব।

এন, সী, পাল এণ্ড কোং
ইউনিভারশেল মেডিকেল হল।
২৮৩।২৮৪ নং অপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা, শোভাবাজার।

গৌরেশ্বর নাটক মূল্য ৸৹ আনা ডাকমাশুল /৹

THE plot of the work was evidently suggested by the Ramayana. The author seems to have no ordinary power and poetical images and we meet in it with scenes deeply pathetics *The Bengalee.*

রমেশ বাবু সাধারন রীতির ব্যতিক্রমে এই নাটকে একটী ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। নির্জ্জীব বাঙ্গলার গদ্য আরও নির্জ্জীব, তজ্জন্য রমেশ বাবু নাটকগত পাত্রগণের উত্তেজিত হৃদয়ের ভাব সকল নিয়তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলা দুই এক খানি নাটকের স্থানে২ পাত্রগণের মুখে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু সে সকল নাটককার সকল সময়ে সে নিয়ম রক্ষা করেন নাই। গৌরেশ্বর নাটকে এই রীতিটী সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে এবং নাটক খানি পাঠ করিয়া তাঁহার কবিত্ব দৃষ্টে আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি।—অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতি।

ক্যানিং ও সংস্কৃত লাইব্রেরী এবং অমৃত বাজার পত্রিকা আফীসে প্রাপ্তব্য।

রেলওয়ের নিমিত্ত আমাদের কৃতজ্ঞতা।

এ দেশে রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থে এ পর্য্যন্ত ৯৭৮১৬২৯১০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার ৯২৩১৭৭৩১ গবর্ণমেণ্টের মাতব্বরিতে অপর লোকে দিয়াছে। অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সঙ্গে এই বন্দবস্ত করিয়াছেন যে রেলওয়েতে টাকা খাটাইয়া তাহাদের শত করা ৫ টাকা হারে সুদ যদি না পোষায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা পোষাইয়া দিবেন। গবর্ণমেণ্ট নিজ হইতে এতদ্ভিন্ন ৫৩৯৮৬৫২০ টাকা ইহার নিমিত্ত ব্যয় করিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজেরা যে রেলওয়ে লইয়া এত গৌরব করেন তাহা আমাদের টাকার নির্ম্মিত। আমরা ইংরাজদিগের অধীনে রক্ষিত না হইয়া যদি আমরা ইহাতে যত ক্ষতি হইবে তাহা দিব, আর শত করা ৫ টাকা হারে সুদ না পোষাইলে তাহা পোষাইয়া দিব স্বীকার করিতাম, তাহা হইলে আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি সকল দেশ হইতে লোকে টাকা আনিয়া আমাদের দেশে খোষামোদ করিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে আসিতেন। এখন যদি চিনদেশবাসীরা এই রূপ ক্ষতি পূরণ করিতে চায় তাহা হইলে ইংরাজেরা তাহাদিগকে খোসামোদ করিয়া সেখানে গিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে বসেন। চিন দেশে কেন? ক্ষতি পূরণের মাতব্বরি পাইলে ইংরাজেরা সাহারার মরু ভূমিতেও রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে প্রস্তুত হন এবং যিনি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তাহার নিকট চির বাধিত হন। আবার শুদ্ধ রেলওয়ে কোম্পানির ক্ষতি পূরণের ভার আমাদের উপর অর্পিত হয় নাই, রেলওয়ের সমুদয় কর্ত্তৃত্বের ভার ইংরাজদিগের হাতে। রেলওয়েতে অন্যান্য যত রূপ লভ্য আছে তাহাও আবার তাহাদের। ইহা নির্ম্মাণের নিমিত্ত মাল মসল্লীর অধিকাংশ লভ্য ইংরাজ জাতির, নির্ম্মাণ করিবার অন্যান্য অধিকাংশ লভ্য ইংরাজদিগের এবং রেলওয়ের চাকুরিরও অধিকাংশ লভ্য ইংরাজদিগের। ইহা লইয়াও তাঁহারা ক্ষান্ত নন। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কথায় কথায় এদেশীয় লোককে অপমান না করুন, তাহাদের সুবিধার নিমিত্ত কখনই দৃকপাত করেন না। তাঁহারা আমাদের বাণিজ্য সৌকার্য্যার্থে রেলওয়ে নির্ম্মাণ করেন নাই, আমরা পরাধীনতার শৃংখল না ভঙ্গ করিতে পারি সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অন্য দেশে যে ব্যয়ে রেলওয়ে প্রস্তুত হয় অন্ততঃ তাহার দ্বিগুণ ব্যয়ে এখানে উহা প্রস্তুত করিয়াছেন। গোড়া গুড়ি আমাদের প্রতি এই রূপ অবিচার ও অত্যাচার করিয়া রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়াই নয় ক্ষান্ত দেওয়া হউক, তাহাও নয়। আমরা যখন গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করি, যখন কোন কথা বলি, তখন আবার এই রেলওয়ে দেখাইয়া আমাদিগকে বলা হয় যে আমরা ভারি অকৃতজ্ঞ!

আমরা রেলওয়ের নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত কোটী২ টাকা দণ্ড দিয়াছি। ইহার নিমিত্ত সহস্র ইংরাজ পরিবার ধনাঢ্য হইয়াছেন এবং সহস্র সহস্র হিন্দু ও মুসলমান পরিবার উচ্ছিন্ন গিয়াছে। গত বৎসর গবর্ণমেণ্টের শুদ্ধ সুদের নিমিত্ত রাজ কোষ হইতে ১৪২৮৪৪২০ টাকা দিতে হইয়াছে! গত ৫ বৎসরের গড় পড়তা করিলে বৎসর আমাদের ১৫১৬৯৯৬০ টাকা দণ্ড দিতে হইয়াছে।

রেলওয়ের কর্ত্তৃত্বের ভার এ দেশীয়দিগের হস্তে দিলে চলে না সে ভ্রম রামগতি বাবু দূর করিয়াছেন। তিনি শুদ্ধ মাতলা ও নলহাটী রেলওয়ের কার্য্য সুচারু পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করিতেছেন এ রূপ নহে, নলহাটী রেলওয়েটীতে পূর্ব্বে এত ক্ষতি হইত যে উহা উঠাইয়া দেওয়ার কথা হয়, তিনি সেই লাইন হইতে খরচ বাদে শত করা ১২ টাকা লভ্য দেখাইয়াছেন যাহা এ দেশে কোন লাইনে কেহ দেখাইতে পারেন নাই। মাতলা রেলওয়েও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া রেলওয়ে কোম্পানি উহা গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রয় করেন। গবর্ণমেণ্ট নিজে কিছু দিন চলাইয়া ক্রমে ক্ষতি দিতে লাগিলেন, আর চালাইতে না পারিয়া ইষ্টে বেঙ্গল রেলওয়ের এজেণ্ট প্রিষ্টেট সাহেবের তত্ত্বাবধানে রক্ষা করিলেন। প্রিষ্টেজ সাহেব হতাশ হইয়া ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর ইহ রামগতি বাবুর হস্তে অর্পিত হইল এবং মাতলা রেলওয়েতে এখন শুদ্ধ ক্ষতি হওয়া বন্ধ হয় নাই, লভ্যও হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট ইহ চক্ষের উপর দেখিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট দেখিতেছেন যে এদেশীয়গণ রেলওয়েতে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে, আর যে সমুদয় লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া পরিত্যাগ করার কথা হয় তাহা হইতে শতকরা ১২। ১৪ টাকা লভ্য করিতে পারে, তবু ইহাদের হাতে ইহার কর্ত্তৃত্বের ভার অর্পিত হয় না। আবার এই কথা বলিলে আমরা কৃতঘ্নদিগের দলে নিঃক্ষিপ্ত হই। বড় বড় রেলওয়ের ভার এখন ইহাদের হাতে না দেওয়া হউক কিন্তু ছোট ছোট রেলওয়েও ত বিস্তর আছে। যিনি নলহাটী ও মাতলা রেলওয়ে সুচারুপূর্ব্বক চালাইতে পারেন, তিনি কি ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে চালাইতে পারেন না? সেবার বন্যাতে ইষ্ট বেঙ্গাল রেলওয়ের কয় স্থান ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং ইহা নির্ম্মাণের নিমিত্ত প্রিষ্টেজ সাহেব কত টাকা ব্যয় করেন? আমরা যদিচ সে হিসাব ঠিক না জানি, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার নিমিত্ত যে এক জন কণ্ট্রাকটরকে আমাদের চক্ষের উপর প্রায় লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হইল তাহা আমরা দেখিয়াছি। রাম গতি বাবু কর্ত্তৃক এ লক্ষ টাকা কখনই দণ্ড লাগিত না। এ টাকা প্রিষ্টেজ সাহেবের নিজের কি কোন ইংরেজের কি ইংলণ্ডের দিতে হইবে না, সুতরাং তিনি অনায়াসে এরূপ একটী ভুল করিতে পারেন। কিন্তু রামগতি বাবুর এ টাকা গুলি দণ্ড দিতে কষ্ট হইত। কারণ তিনি দেখিতেন যে ক্ষতি তাঁহায় স্বদেশীয়দের রক্ত শোষণ করিয়া পূরণ করিতে হইবে। গত ঝটিকা ও বৃষ্টিতে নলহাটী রেলের অনেক খানি ভাসিয়া যায় এবং রামগতি বাবু ঊর্দ্ধ তিন কি চারিশত টাকা ব্যয় দ্বারা তাহার পুনঃ নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে যখন বন্যার জলে ভাসিয়া যায় তখন এক স্থানে একটু ঘুরাইয়া লইয়া গেলে অতি সামান্য ব্যয়ে উহা নির্ম্মাণ হইত, কিন্তু প্রিষ্টেজ সাহেব বলিলেন যে সে সাহেবের কাজ নয়, বাঙ্গালিতে পারে। তিনি এই নিমিত্ত একটা দহা মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ন করিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেন তথাচ পাছে বাঙ্গালির মত কাজ করা হয় বলিয়া রেলওয়ে ঘুরাইয়া লওয়া হইল না। রামগতি বাবু এ তেজ করিতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার মনে পড়িত যে আমাদের তেজ করিবার যো নাই। তেজ করিলে নিজের সর্ব্বনাশ।

আশ্চর্য্য এই যে রেলওয়ে দ্বারা পণ্য দ্রব্য পাঠাইলে অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছে, শীঘ্র পৌঁছে এবং আজ কাল টেলিগ্রাফ হওয়ায় মহাজনদিগের পূর্ব্বের ন্যায় বিলম্ব করিয়া আমদানি করিলে বিশেষ ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হয়, তথাচ রেলওয়ে দ্বারা দিন দিন মাল আমদানি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক ক্রমে বরং হ্রাস হইতেছে। রেলওয়েতে এক দিনে যাহা পাঠাইতে পারে নৌকায় এক মাসে তাহা পাঠাইবে তাহাও স্বীকার, নৌকায় ঝড় তুফান চুরি নানা বিঘ্ন আছে তাহা সহ্য করিতেও স্বীকার তথাচ অনেকে রেলে না পাঠাইয়া নৌকা যোগে মাল আমদানি রফতানি করিবে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের এই রূপ চমৎকার কার্য্য প্রণালী। রেলওয়ে কোম্পানি খাতের জমায় বসিয়া আছেন, লাভ হউক লোকসান হউক শতকরা ৫ টাকা সুদ গবর্ণমেণ্ট দিবেন, কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের লাভ লোকসানের দিকে দৃষ্ট করার তত প্রয়োজন হয় না, সুতরাং আগুন লাগুক, আর পুড়িয়া যাউক কাহার গরজ পড়িয়াছে যে তাহা দেখে?

গত বৎসর ২২২৪৩২২০ ব্যক্তি রেলওয়ে দ্বারা গমনাগমন করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৪২০৮০৬ জন প্রথম শ্রেণীতে, ৫৪৪৩০২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ২০২৫৪৪৩৩ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে বোধ হয় ১৪ আনা ইংরাজ আর দুই আনা এদেশীয়, দ্বিতীয় শ্রেণীতে অ[illegible]কেরও অধিক এদেশীয় এবং অপর শ্রেণীতে প্রায় এদেশীয়। রেলওয়ে যোগে যে মাল আমদানি রপ্তানি হয় তাহারও অধিক মহাজন এদেশীয়গণ অর্থাৎ রেলওয়ের সমুদয় ক্ষতি পূরণ আমাদের করিতে হয়, শত করা ৫ টাকা সুদ পোষাইয়া দিতে হয়, রেলওয়েতে যত লভ্য উৎপন্ন হয় তাহার ১৫ আনা আমাদিগের কর্ত্তৃক হয়, আবার রেলওয়ে কোম্পানির যখন ইচ্ছা তখন তাহারা ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে লাইন ছাড়িতে পারেন এবং তাহারা এই নিমিত্ত যত টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে দিতে বাধ্য। কিন্তু তবু এই রেলওয়ে দেখাইয়া ইংরাজেরা বলেন যে আমরা চিরকাল তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

এক এক ক্ষণে এক একটী বিষয়ের উৎপত্তি হয়। গিরিধারি মহান্তের মকদ্দমার ঢেউ এখনও প্রবাহিত হইতেছে। মিয়ারস সাহেবের ঢেউ কবে মিটে তাহা বলা যায় না। এ ঢেউতে শুদ্ধ ভারতবর্ষ তরঙ্গিত হয় নাই, ইহার হিল্লোল ইংলণ্ড পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে ইহার কিছু সাম্য হইয়াছে বটে কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার নবনানুরাগ। যাহা হউক ইংরাজ জাতির অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ। ইংলিশম্যানের গলা বাজি এখন পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে। ইংরাজদিগের এই অধ্যবসায় আছে বলিয়া তাহারা বড় জাতি হইয়াছেন এবং যত দিন এই অধ্যবসায় থাকিবে তত দিন তাহারা বড় জাতি থাকিবেন। মিয়াসের মকদ্দমায় ইংরাজেরা প্রথম হাইকোর্টের অপীলে পরাস্থ হইলেন। তৎপরে লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট আবেদন করিলেন। সেখানেও পরাস্থ হইলেন। তাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট পরাস্থ হইয়া [illegible] জন সাধারণের নিকট বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে ঘোর অবিচার হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা ইংরাজদিগকে সম্বোধন করিয়া এসম্বন্ধে আন্দোলন করিতে ছিলেন, ক্রমে ইংরাজ বাঙ্গালি মুসলমান সমুদয়কে একত্রিত করিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিলেন এ দেশে চীৎকার করিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, ইংলণ্ডে আবার চীৎকার আরম্ভ করিয়াছেন। সেখানকার প্রধান২ সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা ইহাই লইয়া তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছেন। শুদ্ধ ইহাও নয়। ডইনি, ওয়েষ্টলেক প্রভৃতি ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে মত লইয়া লোকদিগকে বুঝাইবার যত্ন করা হইয়াছে যে মিয়া[illegible] সাহেবের প্রতি গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ অবিচার ক[illegible]য়াছেন। যদিও মিয়ারস সাহেব মকর্দ্দমায় পরা[illegible] হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, যদিও হাইকো[illegible]

অতিরিক্ত অমৃতবাজার পত্রি

৭ম ভাগ { কলিকাতা— ২রা পৌষ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। }

২রা পৌষ ১২৮১ সাল।

উদ্ধৃত

অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি বিবরণ।

(আর্য্যদর্শন হইতে।)

আর্য্য জাতিরা যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়াছেন এমন বিষয়ই অপ্রসিদ্ধ। পূর্ব্বকালে ভারতের আর্য্যেরা অনুমান বলে জগতের যে সকল তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, নানা বিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও অধুনা তাদৃশ তত্ত্বাবধারণ হইতেছে না।

এই প্রস্তাবটি যে বিষয় অবলম্বন করিয়া লিখিত হইতেছে তাহা পাঠ করিলে সামান্যতঃ এই বোধ হইবে যে একটি সামান্য প্রবাদ বাক্যের প্রতি নির্ভর করিয়া ভারতীয় কৃষকেরা প্রত্যেক বর্ষের ভাবিনী অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি নিরূপণ করিয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহারা যে প্রবাদ বাক্যকে সারাৎ সার জ্ঞানে বর্ষ মধ্যে সুভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষাদি ঘটনা ধ্রুবনিশ্চয় করিয়া দেয় তাহা কদাচ অমূলক নহে। অবশ্য তাহার মূল আছে। যে মূল হইতে কৃষকগণের প্রবাদ বাক্য নির্গত হইয়াছে তাহা লোক হিতৈষী মহামহোপাধ্যায় মহর্ষি পরাশর ঋষি প্রণীত স্মৃতি সংহিতার কৃষি সংগ্রহের বৃষ্টি বিষয়ক প্রস্তাব হইতে উদ্ভূত। প্রবাদ বাক্যটি বাঙ্গালা কবিতায় রচিত। কবিতাটী কত কালের তাহার স্থিরতা নাই। স্থির করাও সহজ ব্যাপার নহে। এ জন্য সে চেষ্টা পরিত্যাগ করা গেল। কবিতাটী দেখিয়া যিনি যাহা অনুমান করেন করুন, আমরা তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে এ কথা অবশ্য বলা উচিত যে এটি বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। অন্যান্য প্রদেশেও নিম্ন লিখিত প্রবাদ বাক্যের সমানার্থক অথবা মর্ম্মানুযায়ী কোন কথা অবশ্য আছে। পরাশরের মত অতীব প্রাচীন ও মান্য সুতরাং তদীয় সংস্কৃত বচনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান দ্বারা প্রচলিত ভাষা সমূহের মধ্যে নিতান্ত পক্ষে এক একটি প্রবাদ বাক্যও রচিত হইয়া থাকিবে। উক্ত মুনিবরের বচনানুসারে বঙ্গ ভাষায় যে প্রবাদ বাক্য সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার সহিত সংস্কৃত বচন মিলন করিয়া দেখিলে আর্য্যদিগকে ধন্যবাদ দিতে হইবে।

বাঙ্গালা প্রবাদ-বাক্য-সমূহের এক দেশ মাত্র প্রদর্শিত হইল। যথা,—

আষাঢ় নবমী শুক্ল পখা।
তাতে আছে জলের লেখা॥
যদি বর্ষে ইমি ঝিমি।
শস্যের ভার না সহে মেদিনী॥
যদি বর্ষে কণা।
পর্ব্বতে লাগে সমুদ্রের ফেণা॥
যদি বর্ষে মুষল ধারে।
মধ্য সমুদ্রে বগুলা চরে॥
যদি সূর্য্য হেসে বসে পাটে।
চাষার গোরু বিকায় হাটে॥

চাষাদিগের প্রবাদ বাক্যের সাধুভাষা করিলে এই মাত্র জানা যায় যে, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথিতে বৃষ্টির গণনা স্থির করিতে পারিলে বর্ষাকালের সমুদায় লক্ষণ পরিস্ফুট রূপে স্থির করা যায়। ইহারা যে তিথিটিকে অবলম্বন করিয়া বৃষ্টি গণনা করে সে তিথিটি ভারতবর্ষের সকল লোকের স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা। ঐ দিন রথ যাত্রার নবমী (উল্টা রথের পূর্ব্বদিবস)।

ইমি ঝিমি বৃষ্টি—স্বল্প পরিমিত-ধারা-সমন্বিত মন্দ বৃষ্টি।

কণা—বাষ্পাকারে অনেক ক্ষণ-স্থায়িনী বৃষ্টি সম্পাত।

লাগে সমুদ্রের ফেণা—অত্যন্ত জলপ্লাবন হয়।

মধ্য সমুদ্রে বগুলা চরে—অনাবৃষ্টি হেতু প্রশস্ত নদ নদী প্রভৃতি জলাশয় পরিশুষ্ক হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তথায় বক প্রভৃতি সামান্য জলচর পক্ষী মধ্যস্থলে বসিয়া বিরাজ করিতে পারে।

যদি সূর্য্য হেসে বসে পাটে—অস্ত গমন কালে যদি সূর্য্য প্রখর তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক মেঘাদি হইতে অনাবৃত ভাবে অন্তর্হিত হন, তবে সে বৎসর নিশ্চয় দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা এবং তন্নিবন্ধান চষা নিরন্ন হয়।

এখন পরাশরের বচন দেখ।

আসাঢ়স্য সিতে পক্ষে নবম্যাং যদি বর্ষতি।
বর্ষত্যেব সদা দেব স্তত্রাবৃষ্টৌ কুতোজলং॥
শুক্লাষাঢ়ী নবম্যামুদয়গিরিতটী নির্ম্মলত্বং প্রয়াতে।
স্বীয়ং কালং বিধত্তে খরতর কিরণো মণ্ডলাকারমুখ্যম্॥
জীমূতৈ র্বেষ্টিতোহসৌ যদি ভবতি রবির্গম্য-মানোহস্ত-শৈলে।
তাবৎপর্য্যন্তমেব প্রণদতি জলদো যাবদস্তং তুলায়াঃ॥
পরাশরস্মৃতিঃ; কৃষিসংগ্রহঃ।

বাঙ্গলা প্রবাদ বাক্যটী সংস্কৃত বচন অপেক্ষা তত্ত্ব নির্ণয় পক্ষে বিশেষ অগ্রসর বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। সংস্কৃত বচনে সামান্যতঃ উল্টা রথের দিনে বৃষ্টি পতন ও তদ্দিবসীয় বৃষ্টির অভাব মাত্র কথিত হইয়াছে। বাঙ্গলা প্রবাদ বাক্যে (জনশ্রুতিতে) ঐ দিনের বৃষ্টি গত অবস্থার তারতম্য দ্বারা অনেক বিষয়ের বিপর্য্যয় গণনা ও সুস্থিরীকৃত হইয়াছে; সুতরাং অভিজ্ঞতা বিষয়ে জনশ্রুতি রচনা কালীন কৃষকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল এ কথা অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বাঙ্গলা জন শ্রুতিটীতে সূর্য্যের উদয় কালের নির্ণয় নাই, কিন্তু ঐ দিনের অস্ত গমনটী পরিস্ফুট রূপে কথিত হইয়াছে। বোধ হয় কেবল অস্ত কালের গণনা দ্বারাই অধিকাংশ স্থলে অনুমান হইতে পারে বলিয়াই উদয় কালের কথা পরিত্যক্ত হইয়াছে অথবা আমরা জানি না।

উদয় কালে উদয়াচল ও তৎ প্রদেশে মেঘনির্ম্মুক্ত থাকিবে, সূর্য্যও তদীয় উদয় কালে প্রখর কিরণমালায় বেষ্টিত হইয়া সম্পূর্ণ মণ্ডলাকারে পরিদৃশ্যমান হইবেন।

অস্ত গমন কালে মেঘ রাজী দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অস্ত গমন করিবেন এবং তৎকালে যদি ঐ সমস্ত জীমূতবৃন্দের ধ্বনি শুনিতে২ সূর্য্য অস্তাচল চূড়ায় আরোহণ করেন তাহা হইলে কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত জলদাগমের সম্ভাবনা থাকে, যে প্রদেশের লোকেরা উল্টা রথের দিন এই রূপ অবস্থা দেখে তৎ প্রদেশস্থ সুবিষ্টি ও অনাবৃষ্টির বিষয় বুঝিতে হইবে অন্যত্রস্থ বিষয় নহে।

পৌষ মাসে বার মাস কর পরিমাণ।
আড়াই দিনেতে ধর মাসের গণন॥
আড়াই দিনের কর সম ত্রিশ খণ্ড।
প্রতি মাসের দিনের সংখ্যা সয়! গণ্ডা॥
ইথে শীত বাত যাহা কর নিরূপণ।
সেই অনুসারে হৈবে শৈত্যাদি গণন॥

এই জনশ্রুতিটিরও মূল আছে। ইহাও অল্প দিন রচিত হয় নাই। বোধ হয় কিছু কাল পূর্ব্বে সামান্য আকারে ছিল, ক্রমে পণ্ডিত বর্গের বাক্‌চাতুরিতে কালের গতি ও লোকের রুচি অনুসার পরিষ্কৃত ছন্দোবন্ধে দাঁড়াইয়াছে। এই প্রবাদ বাকের মূল অনুসন্ধান করিলে পরাশরকেই ধরিতে হয়। মানবগণ সাংসারিক অনেক কার্য্যে উক্ত ঋষি প্রবরের নিকট দায়ী। তদীয় বচন গুলি নিম্নে লিখিত হইল। মিলন করিয়া দেখিলে তাঁহার শ্রীচরণে শত শত বার প্রণিপাত করিতে কাহার না ইচ্ছা জন্মিবে তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না।

সার্দ্ধদিনদ্বয়ং মানং কৃত্বা পৌষ্য দিনা বুধঃ।
গণয়েন্মাসিকীং বৃষ্টিমবৃষ্টিং বানিল ক্রমাৎ॥
সৌমবারণয়োর্ব্বৃষ্টিরবৃষ্টিঃ পূর্ব্বযাম্যয়োঃ।
নির্ব্বাতে বৃষ্টিহানিঃসাৎ সঙ্কলেসঙ্কুলং জলং॥
একৈকং পঞ্চ দণ্ডেন মাসস্য দিবসো মতঃ।
পূর্ব্বার্দ্ধে বাসরী বৃষ্টিরুত্তরাদ্ধেচ নৈশিকী॥
দণ্ডাদণ্ডে পতাকান্তু বাতস্যানুক্রমেণ চ।
বিজ্ঞেয়া মাসিকী বৃষ্টির্দৃষ্ট্বা বাতং দিবানিশং॥
ধূলীভিরেব ধবলীকৃত মন্তরীক্ষং
বিদ্যুচ্ছটাচ্ছুরিত বারুণদিগ্‌ভাগম্।
পৌষে যদা ভবতি মাসি সিতেচ পক্ষে।
তোয়েন তত্র সকলা প্লু তে ধরিত্রী॥
পৌষে মাসি যদা বৃষ্টিঃকুঝটির্ব্বা যদা ভবেৎ।
তদাদৌ সপ্তমে মাসি তাং তিথিং প্লাব্যতে মহীম॥

লোকে কহিয়া থাকেন পৌষ মাসের যে দিন বৃষ্টি অথবা কুজ্‌ঝটিকা হয় তদাদি করিয়া ১৮১ দিনের দিন নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে। কিন্তু এ প্রকার গণনা পরিশুদ্ধ নহে। বচনানুসারে ধরিতে গেলে ইহাই স্থির করিতে হয় যে পৌষ মাসের যে পক্ষের যে তিথিতে কুজ্‌ঝটিকাদি হয় তদাদি করিয়া সপ্ত মাসের সেই পক্ষে সেই তিথিতে নিশ্চয় বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু পৌষ মাসের দিন সংখ্যার গণনার স্থির করা যায় না। পরাশর ঋষি তিথির উপরে নির্ভর করিয়া কৃষি সংগ্রহের বচন স্থির করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয় পরে কহিব।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড—সভ্যতা বিষয়ে তুলনা।

(বান্ধব হইতে।)

হিন্দু রাজত্বের ধ্বংশ কাল হইতে, ভারতবর্ষে ক্রমে মুসলমান ও ইংরেজ এই দুই জাতি রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। যখন মুসলমানের হস্তে রাজ দণ্ড ছিল, কতক গুলি অনুকরণ প্রিয় হিন্দু সন্তান তখন অনেক বিষয়েই মুসলমানের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা ইজার আনিলেন, চাপকান আনিলেন, হিন্দু জাতির যজ্ঞ সূত্রের পরিবর্ত্তে মাথায় মুসলমানি পাগড়ি বাঁধিলেন, নমস্কার পদ্ধতি উঠাইয়া দিয়া সেলাম করিতে শিক্ষা করিলেন, এবং অবশেষে আর্য্যাবংশোদ্ভবা পবিত্র হৃদয় কুল বধূদিগের মুখমণ্ডল ঘোমটা দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। রাজ লক্ষ্মী ইদানীং ইংরেজ জাতির প্রতি কৃপান্বিতা। ইংরেজেরা এ দেশে সর্ব্বে সর্ব্বা, দেশান্তরেও প্রতাপশালী। যেমন মুসলমানের অনুকরণ করা এক সময়ে শ্লাঘনীয় হইয়া উঠিয়াছিল; আহার ব্যবহার, পরিচ্ছদ, জাতোৎসব, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সকল বিষয়েই সর্ব্বাংশে ইংরেজের পদাঙ্কমলার অনুসরণ করা এইক্ষণ এ দেশীয় অনেকের নিকট সেই রূপ শ্লাঘনীয় হইয়া উঠিতেছে। এইক্ষণ অনেকেই আপনার জাতীয় চিহ্ন ধুইয়া ফেলিয়া একেবারে ইংরেজ হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

এই রূপে দৃষ্ট হইবে যে, সাগরে জলোচ্ছাস হইলে নদ, নদী, খাল নালা, পরিপূর্ণ হইয়া, সমস্ত দেশ যেরূপ ভাষাইয়া দেয়, ইংরেজী সভ্যতার দুর্ব্বার স্রোতও এই দেশকে এইক্ষণ সেই রূপ ভাষাইয়া দিতেছে। উহা পূর্ব্ব রাজধানীর চতুঃসীমায় বদ্ধ ছিল, কালক্রমে সেই সীমা লংঘন করিয়া দেশের প্রধান২ নগরে প্রবেশ করে; এইক্ষণ গ্রামে যাও, গ্রামের কোন পল্লীতে যাও সেই পল্লীর অন্তর্গত সামান্য কোন গৃহে যাও, দেখিবে সেখানেও উহার তরঙ্গ যাইয়া পৌঁছিয়াছে। বালকেরা তটে থাকিয়া আশায় নৃত্য করিতেছে, যুবকেরা স্রোতের তরঙ্গে আপনা হইতে নাবিয়া পদ্মপলাশেরন্যায় দোলায়িত হইতেছে, আর ভীতিবিহ্বল বৃদ্ধেরা করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া নিবটে বসিয়া ভাবিতেছেন স্রোতের বেগ কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না।

…ই পরানুকরণের … আমরা কাহাকেও দোষ … নিন্দা করি না। যাহারা অনুকারী … এবং অনুকরণের প্রবর্ত্তক, তাঁহাদিগের …শ্যই সচ্চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত। তাঁহারা প্রচলিত আচারের মূলানুসন্ধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এক দেশের আচারের সহিত আর এক দেশের আচারের তুলনা করিতে শিক্ষা পাইয়াছেন, এবং ভাল মন্দ বিচারেও নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। যখন তাঁহারাই, আপনার যাহা ছিল, তাহাতে উপেক্ষা করিয়া পরের হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন পরকীয় সভ্যতায় বিশেষ কোন মধু থাকিবে, আপাততঃ এই রূপ সংস্কার হওয়াই স্বাভাবিক! কিন্তু আমাদিগের মন তথাপি শিক্ষিত দিগের ব্যবহার মাত্র দর্শন করিয়াই এ বিষয়ে তৃপ্তি লাভ করে না। অনেক সময়েই আমাদিগের এই রূপ বোধ হয় যে, ভারতবর্ষের ভাগ্যতারা যদি আকাশ হইতে খসিয়া না পড়িত, যদি ভারতের রাজবৈজয়ন্তী এখনও উড্ডীন থাকিত, যদি ভারতবর্ষীয়েরা বিধি বিড়ম্বনায় পরের অধীন না হইয়া, পরকে আপনার বাহুবলের অধীন করিতে পারিত, তাহা হইলে, যাহারা এইক্ষণ ভারতনিন্দুক, তাঁহারাই ভারতের স্তুতি গীত গানে পঞ্চম স্বরে আরোহণ করিতেন, এবং যাহারা হিন্দু জাতির সভ্যতা হইতে কলঙ্কের পঙ্ক প্রক্ষালনের জন্য এই ক্ষণ হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন তাঁহারাই জগতে হিন্দু সভ্যতার প্রচারের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রধাবিত হইতেন। আমাদিগের মনের এই ধারণা ভ্রম মূলক কি যুক্তি সংগত, তাহা বিচার করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

ঐতিহাসিকদিগের অগ্রগণ্য পণ্ডিতবর বক্‌ল অন্যান্য দেশের সভ্যতা অপেক্ষা ইংলণ্ডীয় সভ্যতারই সমধিক আদর করেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই,—অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা বিদেশীয়দিগের সংস্পর্শে আসিয়া বিদেশীয় আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছে, সুতরাং সেই সেই দেশে সভ্যতার যে ফল ফলিয়াছে তাহা মিশ্রপদার্থ; কিন্তু ইংলণ্ড দুরধিগম্য সাগর মালায় সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টিত এবং এই হেতু চিরদিন স্বতন্ত্র, সুতরাং ইংলণ্ডীয় সভ্যতায় সমিশ্রত্ব দোষের লেশও দৃষ্ট হয় না। বক্‌লের অবলম্বিত প্রাগুক্ত যুক্তি প্রথম শ্রবণে দোষাশ্রিত প্রতীত না হইলেও, তিনি যে বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ঐ যুক্তির সূত্র টানিয়া আনিয়াছেন, সেই বৃত্তান্তের সত্যতা সম্বন্ধে যখন সংশয় রহিয়াছে, তখন তাঁহার সিদ্ধান্তকেও অবশ্যই অপসিদ্ধান্ত বলিতে হইবে। আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই, যদি পৃথিবীতে কোন দেশের সভ্যতা পরকীয় স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ রূপে নির্ম্মুক্ত থাকে, সেই সভ্যতা ভারতবর্ষের। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এই উভয় দেশের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ইংলণ্ড যখন অজ্ঞান রূপ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন উহার অধিবাসীরা পশুর ন্যায় গর্ত্তে বাস করিত, অপক্ব মাংস ভোজন করিয়া দেহ ধারণ করিত, এবং অনাবৃত কিম্বা ঈষদাবৃত শরীরে সর্ব্বত্র বিচরণ করিত, সেই সময় সুসভ্য রোমাণ জাতি উহাদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করে, এবং প্রায় ৫ শত বৎসর কাল উহাদিগকে রোমীয় শাসনের অধীন করিয়া রাখে। যেই রোমাণেরা স্বগৃহ বিরোধ নিবন্ধন ইংলণ্ড হইতে সরিয়া পড়িল, অমনি স্যাকসনেরা পঙ্গপালের ন্যায় উপস্থিত হইয়া যেখানে সেখানে উপনিবেশ স্থাপনে প্রবৃত্ত হইল। ইংলণ্ডের আদিম নিবাসীগণ যদিও প্রথমে স্যাকসন দিগের বিরোধী ছিল, কালক্রমে স্যাকসনেরা তাহাদিগের প্রিয় হইল, স্যাকসন দিগের সহিত বিবাহ ঘটিত সম্বন্ধে আদান প্রদান হইল, এবং আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে দুই বিভিন্ন জাতির যত দূর মিশামিশি সম্ভব হয়, তাহা হইয়া উঠিল। যেই আবার স্যাকসনেরা একটুকু দুর্ব্বল হইল, আর ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইডনের দস্যু জাতি দলে দলে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই রূপে কিছু কাল যাইতে না যাইতে, ফ্রান্সের উত্তর প্রান্ত হইতে দুর্দ্দান্ত নরমানেরা আসিয়া ইংলণ্ড অধিকার করিল এবং ইংলণ্ডে … রীতি পদ্ধতি ছিল …

… উত্তর করিল। ইংলণ্ডীয় সভ্যতার প্রথমোদ্ভবের সময় উহাতে পরকীয়সম্পর্ক হইয়াছে কি না, তাহা সংক্ষেপতঃ প্রদর্শিত হইল; উহার বিকাশসময়ে কি পরিমাণে পরের সংস্রব ঘটিয়াছে, ইংলণ্ডের সমাজ ও বাণিজ্যাদি বিষয়ক ইতিবৃত্তই তাহার সাক্ষি স্থলে দণ্ডায়মান।

পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, ভাগীরথীর জলরাশি হিমাচলের তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে নিপতিত হইয়া, যেমন এক খাতে প্রবাহিত হইয়াছে, ভারতীয় আর্য্য বংশের নির্ম্মল স্রোতও সেই আদিম কাল হইতে ঐ রূপ এক খাতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। চীন তাতার পারসিক আফগান প্রভৃতি নিকটবর্ত্তি দেশ সমূহের পুরাতন অধিবাসীরা, সসম্ভ্রমে দূরে দণ্ডায়মান হইয়া দর্শন করিয়াছে; কেহই ঐ প্রবাহ স্পর্শ করিতে সাহসী হয় নাই। ভারতবর্ষে দস্যু অসুর প্রভৃতি অসভ্য জাতিরেরা, প্রথমে বিরোধ করিয়া পরে আর্য্যবাহুবলে সমূলে পরাজিত হইয়া ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছে; আর্য্যদিগের সহিত কোন রূপে মিশ্রিত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা যেখানে অবস্থান করিতেন, তাহার ত্রিসীমাতে পাদচারণ করিতে অধিকার পায় নাই। আর্য্য বংশের অভ্যুদয় কাহিনী এবং সভ্যতার ইতিহাস দুই শত কিংবা চারি শত বৎসরের কথা নহে। যে ঋগ্‌বেদ লইয়া ইয়োরোপের পণ্ডিত সমাজ ইদানীং এত মত্ত হইয়াছেন, তাহা খৃষ্টের আবির্ভাবের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যদিগের হৃদয় কন্দর হইতে সহস্র ধারায় নিঃসৃত হইয়া পৃথিবী পবিত্র করিয়াছে। ভারতীয় আর্য্যেরা যে কালে তরুমূলে কিম্বা প্রসন্ন সলিলা জাহ্নবী কি নর্ম্মদার উপকূলে সমবেত ভাবে উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ মনোহর সামগানে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অধিদেবতার স্তুতি গান করিতেন; যে কালে তাঁহারা কবিতার অমৃতাঞ্জনে নয়ন রঞ্জিত করিয়া, বালার্ক সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতেন, জল ও অগ্নির বন্দনা করিতেন, এবং জল ভারপূর্ণ শ্যামল মেঘমালা সন্দর্শন করিতেন, উহাকেই উপকারী বন্ধু জ্ঞানে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আদরের সহিত অভিনন্দন করিতেন; যে কালে তাঁহাদিগের মধ্যে শিষ্য জিজ্ঞাসু হইত, এবং উপাধ্যায়, তত্ত্ব জ্ঞান রূপ উচ্চতর শৈলের শিখর দেশে সমারূঢ় হইয়া, তাহাকে দর্শন, নীতি, পাপ, পুণ্য, ইহকাল, পরকাল, এবং পরম পুরুষার্থ বিষয়ে অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতেন; তখন ইংলণ্ডের আর কথা কি, ইংলণ্ডের গুরু কুলের অপাদান চির গৌরবান্বিত গ্রীকেরা, এবং উহার আদি গুরু রোমাণ জাতিও জগতে মনুষ্য জাতি বলিয়া পরিচয় লাভ করে নাই। সেই চিন্তাতীত পুরাণ কাল হইতে, যবনাধিগমের এক কাল পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের যে কোন বিষয়ে যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার সমুদয়ই তাঁহাদিগের নিজের। তাঁহাদিগের জ্ঞান বৈভব, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র, তাঁহাদিগের কৃষি পদ্ধতি, বাণিজ্য বৃত্তি, যুদ্ধ নিয়ম, এবং সামাজিক রীতি নীতি সমস্তই দেশীয় কাননের দেশ জাত তরুর স্বাভাবিক ফল। জগতে আর্য্য জাতির বলিয়া যে কোন বস্তু নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাতে পরসম্পর্কের গন্ধ মাত্রও প্রাপ্ত হইবে না।

ভাষা ও জাতীয় বন্ধন দেশের সভ্যতার মিশ্র ভাব কিম্বা অমিশ্রতার এক প্রধান পরীক্ষা স্থল। ইংরেজ দিগের ভাষা ও জাতি উভয়ই মিশ্র বস্তু। ইংরেজ জাতির শরীরে কত জাতির শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, কত জাতীয় লোক ইংলণ্ডে বাস করিয়া সময় ক্রমে ইংরেজ হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। ইংরেজী ভাষাও কত ভাষার শব্দ দ্বারা গঠিত হইয়াছে, তাহা গণিয়া ইদমেবতত্ত্বং রূপে অবধারণ করা, ভাষাতত্ত্ববিৎ বিচক্ষণ পণ্ডিত দিগের পক্ষেও কঠিন কর্ম্ম। কিন্তু ভারতবর্ষীয় আর্য্য দিগের ভাষা বন্ধন ও জাতীয় বন্ধন উভয়ই এমন দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য যে উহাতে পরকীয় প্রবেশের সম্ভাবনাও নাই। যেমন মুসলমান প্রভৃতি কোন জাতিই কোন কালে ব্রাহ্মণ হইতে পারে নাই, সেই রূপ লাটিন, গ্রীক ও আরবী প্রভৃতি কোন ভাষার শব্দ সংস্কৃত শব্দ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যেই প্রবিষ্ট হইয়াছে, অমনি ধরা পড়িয়াছে, এবং অমনি অপসারিত হইয়াছে।

ইংলণ্ড যে ইদানীং সকল সভ্য জাতির শিরোভূষণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, ইহা অবিসংবাদিত। ভারতবর্ষের সভ্যতা বিষয়েও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সংশয় করেন না। এই উভয় মধ্যে কোন দেশের সভ্যতা বক্‌লের যুক্তি মার্গানুসারে, স্বাতন্ত্র্য গুণ বিশিষ্ট, অমিশ্র, ও অপূর্ব্ব তাহা এইক্ষণ সহজেই মীমাংসিত হইতে পারে। মিশ্র এবং অমিশ্র এই উভয়বিধ সভ্যতার কোনটী উৎকৃষ্ট এবং দেশের অধিকতর কল্যাণকর, আমরা তৎ সম্বন্ধে এই ক্ষণ কোন মত ব্যক্ত করিলাম না। গিজো প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত মিশ্র সভ্যতার গুণ পক্ষপাতী; বেহাম আবার আশ্রম সভ্যতার প্রশংসা করে… আমরা এই ক্ষণ কোন পক্ষেরই স্তুতি কি নিন্দা করিতেছি যে যথা রীতি তুলনা করিলে, অবশ্যই ইংলণ্ডীয় সভ্যতাকে মিশ্র পদার্থ ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতাকে অমিশ্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এ কথা সর্ব্বথা অখণ্ডনীয়।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে)

পুরাকালে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বহুতর ব্যক্তিগণ যে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্‌বৃত্তান্ত ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু ক্ষত্রিয়গণ এক সময়ে ব্রাহ্মণ বর্ণের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা যে স্বীকার করেন নাই, তাহারও ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয়, যে বেণ নহুষ, পিজবন, পুত্র সুদাঃ, সুমুখ এবং নিমি এই সকল রাজা অবিনীতাত্মা ও ব্রহ্মদ্বেষী ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা বিনষ্ট হয়েন। বিষ্ণু পুরাণ ও হরিবংশ শাস্ত্রলিখিত বেণ রাজার উপাখ্যানে উক্ত রাজার আচারের কথা সবিশেষ বর্ণিত আছে। বেণ রাজা স্বায়ম্ভুব নামক প্রথম মনু হইতে নবম পুরুষ ছিলেন, তিনি স্বীয় পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইবা মাত্র এক ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে কেহ দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞ হোম ও দানাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারিবেক না, যেহেতু তিনি স্বয়ং যজ্ঞ পতি ও সকল যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা। অনন্তর ঋষিগণ এই কথা শ্রবণ মাত্র রাজ সদনে উপস্থিত হইয়া এই গর্হিত আদেশ রহিত করণ জন্য ভূপতিকে বহুবিধ অনুনয় বাক্যে বুঝাইলেন, কিন্তু মন্দমতি বেণ সেই সকল ঋষি-বাক্যে কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া গর্ব্বিত স্বরে কহিলেন, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? আমা ভিন্ন কে আর আরাধ্য হইতে পারে? তোমরা যজ্ঞেশ্বর বলিয়া যে হরির বর্ণন করিতেছ, সে কে? ব্রহ্মা, জনার্দ্দন, রুদ্র, ইন্দ্র, বায়ু, যম, রবি, বরুণ, ধাতা, পূষা, পৃথিবী, চন্দ্র ইহাঁরা সকলে নৃপতিশরীরস্থ কারণ নৃপতি সর্ব্ব দেবময় হয়েন। ঋষিগণ এই সকল বাক্য শ্রবণে কোপে কম্পান্বিত কলেবর হইলেন এবং সকলে একত্র হইয়া তাঁহার প্রাণ বধ করিলেন। নহুষ রাজার উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, তিনি ঐশ্বর্য্য মদমত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের অবমাননা করণার্থে সহস্র দ্বিজগণ কর্ত্তৃক আপন শিবিকা বহন করাইয়াছেন। একদা শিবিকা বাহক এক ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করায় ব্রাহ্মণগণ একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মতেজ দ্বারা ভস্মসাৎ করেন। যদিও এই সকল পৌরাণিক বৃত্তান্তে অবিনীত দ্বিজ দ্বেষ্টা নৃপতিগণের বিনাশ প্রাপ্তি ও দুর্গতির বিবরণ প্রকটিত হইয়া ব্রাহ্মণ বর্ণের গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে কিন্তু তদ্দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে অতি প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয় রাজগণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্ববাদি রূপে স্বীকৃত হইত না, এবং অনেক স্থলে ভূপতিগণ বিপ্র বর্গের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতেন, ও তৎপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত ঘোরতর বিবাদ ঘটনা হইত। পরন্তু অনেক তেজস্বী ক্ষত্রিয়গণ স্বীয় স্বাভাবিক বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রভাবে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া ব্রাহ্মণবর্গের উপদেষ্টা হইয়াছিলেন। জনক রাজার ইতিহাস এই বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে যে শ্বেতকেতু অরুণের ও যাজ্ঞবল্ক্য নামক ঋষিগণের সহিত জনক রাজার সাক্ষাৎ হওয়ায় রাজা তাহাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমরা কি প্রকরণানুসারে অগ্নিহোত্র যাগের অনুষ্ঠান করিয়া থাক। তাহাতে ঋষিগণ একে একে উত্তর প্রদান করিলে পরে ভূপতি কহিলেন, তোমাদিগের মধ্যে কেবল যাজ্ঞবল্ক্য কথঞ্চিৎ রূপে অগ্নিহোত্র মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু অগ্নিহোত্রের উৎক্রান্তি, গতি, প্রতিষ্ঠা, তৃপ্তি অথবা পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে কেহই জ্ঞাত নহে। এই বলিয়া ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে রাজা শত ধেনু দান করিয়া রথারোহণে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই রাজন্য আমাদিগকে বাক্যে পরাভব করিল, আইস আমরা ইহাকে ব্রহ্ম বিষয়ক বিচারে আহ্বান করি। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন এ ব্যক্তি রাজন্য, আমরা ব্রাহ্মণ, ইহাকে বিচারে পরাভব করিতে পারিলে আমাদের কি লাভ হইবেক? কিন্তু যদি এই ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমরা পরাভূত হই, তাহা হইলে লোকে কহিবে যে এক জন রাজন্য ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করিয়াছে; অতএব এ প্রকার কার্য্য হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়স্কর। পরে যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় রথারোহণ করিয়া জনক রাজার অনুসরণ করত তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলে নরপতি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভো যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি কি অগ্নিহোত্র শিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছ? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন হাঁ। তাহাতে জনক রাজা অগ্নিহোত্রের সবিশেষ মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিলেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্য তৎশ্রবণে তুষ্ট হইয়া রাজাকে বর প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। ভূপতি কহিলেন আমাকে এই বর দাও যে আমি যখন যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তাহার তুমি প্রদান করিবে। তদবধি জনক রাজা ব্রাহ্ম…

জজেরা, লেঃ গবর্নর প্রভৃতি মিয়ার্স সাহেবের আপীল না মঞ্জুর করিয়াছিলেন তথাচ ইংরাজদিগের অধ্যবসায় বলে তাহারা পরিণামে জয় লাভ করিবেন। যাহারা মিয়ারস্ সাহেবের বিপক্ষ তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। তাহারা এখন আর কোন কথা বলিবেন না। এ দেশীয়গণ যদিও এখনও এ বিষয়ে কতক উদ্যোগী আছেন, অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহাদের উদ্যোগের অবসান হইবে। ইহাদের বিপক্ষ দল সময়ে অপ্রতিহত ভাবে মিয়ার্স সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিবেন, তাহারা আবার ইংরাজ, এ দেশীয়গণ অপেক্ষা সহস্র গুণ বলবান এবং শেষে আর কেহ সাহেবদিগকে কোন বিষয়ে কোন রূপ শাস্তি দিতে পারিবে না। ইংলিশম্যান প্রভৃতির জয় হইবে কিন্তু জয় হউক কুঠিয়ালগণ এই মকদ্দমায় যে দশ হাত মাটির নিচে বসিয়া গিয়াছেন সেখান হইতে আর উঠিতে পারিতেছেন না। এদেশীয়গণের ও ইংরাজদিগের এখন যে সম্বন্ধ হইয়াছে তাহাতে অবিচার হউক আর সুবিচার হউক, এদেশীয়েরা ক্রমে অগ্রসর হইবে এবং সাহেবরা ক্রমে পরাভূত হইবেন। যদি মিয়ারস্ সাহেবের ন্যায় আবার কেহ অত্যাচার করেন, আর স্মিথ সাহেবের ন্যায় কোন হাকিম তাহাকে কারারুদ্ধ করেন তাহা হইলেও আমাদের জিত এবং লফোর্ড সাহেবের ন্যায় যদি বিচার করেন তাহা হইলেও আমাদের জিত। সাহেবেরা যত অবিচার আর অত্যাচার করিবেন ততই আমরা ঐক্য হইব এবং যত ঐক্য হইব তত তাহাদিগকে দমন করিব।

কাবুলে যে রূপ গোলযোগ উপস্থিত তাহাতে সেখানে শীঘ্র সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে। সকলের স্মরণ থাকিতে পারে যে, সর্দ্দার মহামুদ যাকুব খাঁ আবদ্ধ হইলে তাঁহার জন কয়েক শোয়ার হিরাট অভিমুখে ধাবিত হয়। আমির ইহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত চর প্রেরণ করেন কিন্তু ইহারা নির্ব্বিঘ্নে হিরাটে পৌঁছিয়াছে। যাকুব খাঁর [illegible] ইয়াব খা তাঁহার কারারুদ্ধের কথা শুনিয়া হিরাটে যুদ্ধের সজ্জা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যাকুব খাঁর শ্বশুর আগা খাঁকে তাহার অনুগত কয়েকটী জাতি সমভিব্যাহারে অবিলম্বে হিরাটে পৌঁছিতে লিখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি সিস্টানের সর্দ্দারকে তাহার সাহায্যার্থে সৈন্য সমস্ত পাঠাইবার নিমিত্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সিস্টানের সর্দ্দারের পুত্রের সঙ্গে যাকুব খাঁর কন্যার বিবাহের কথা হইতেছে সুতরাং তিনি যাকুব খাঁকে সাহায্য করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি পারস্যের সার নিকটও সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। গিরিস্ক প্রভৃতি নামক জাতি ইয়াবের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিয়াছে। ইয়াব খা মির আকবর আহামদ খাঁর পুত্র ও সেবাদিল খার পুত্র ও ভ্রাতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। শেষোক্ত দুই জন আমির শের আলির পক্ষ। ইহাদের সাহায্যে যাকুব খাঁ আমির কর্ত্তৃক বন্দী হন। নেটিব পবলিক ওপিনিয়ান লিখিয়াছেন এই দুই ব্যক্তিই হিরাটে বন্দী হইয়াছে। ইহাদিগকে আমির হিরাট অধিকার করার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। হিরাটের এক জন কোতোয়াল যাকুব খাঁর সঙ্গে কাবুলে আইসেন। আমির এই ব্যক্তিকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। এ বলে যে সে হিরাটে উপস্থিত হইয়া এই রূপ চক্র করিবে যে মাহামুদ ও দিল খাঁ অনায়াসে হিরাট অধিকার করিতে পারিবেন। হিরাটের কয়েক ক্রোশ দূর হইতে এই কোতোয়াল পলায়ন করিয়া হিরাটে উপস্থিত হয় এবং উপস্থিত হইয়া ইয়াব খাকে সমুদয় কথা বলিয়া দেয়। তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের সজ্জা করেন এবং কাবুলের আর সমুদয় প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফেলেন। কেবল একটী দ্বার খোলা থাকে। ইহার পর দিবস খাঁরা হিরাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহারা ভাবিয়াছিলেন যাকুব খাঁর পক্ষীয় কেহ তাহার বিপদের কথা শুনে নাই কিন্তু উপস্থিত হওয়া মাত্র তাহাদিগকে বন্দী করা হয় এবং বন্দী করিয়া তাহার পর ইয়াব খাঁ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাহারা কি মনে করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইয়াব খাঁ তৎক্ষণাৎ তাহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট আমিরের বিশ্বাস ঘাতকতার কথা প্রকাশ করেন। আমির ইতি মধ্যে এক দিন যাকুব খাঁকে নিকটে ডাকিয়া বলেন যে তিনি হিরাটে লিখিয়া পাঠান যে তাহার পরিবার কাবুলে পৌঁছে। যাকুব খাঁ উত্তর দেন আমির সাহেব, আমি পূর্ব্বেই অবগত ছিলাম যে আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা লংঘন করিবেন এবং আমাকে কারারুদ্ধ করিবেন এবং এই নিমিত্ত আমার ভ্রাতাকে আমার পরিবার পাঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত লিখিয়াছি।' আমির এই ব্যঙ্গ উত্তরে ভারি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন যে যদি যাকুব সত্বর তাহার পরিবার কাবুলে না লইয়া আইসেন তবে তিনি তাহার দুটী চক্ষু উৎপাটন করিবেন। পিতার কথায় কিছু মাত্র শঙ্কিত না হইয়া যাকুব উত্তর দেন যে আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, আমি জানি আমার সাহায্যে লোক উপস্থিত হইবে। আমির তাহার সৈন্যাধ্যক্ষকে হিরাট অভিমুখে স্বসৈন্যে যাত্রা করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

বাবু ব্রজ মোহন দত্ত বেদের উৎকর্ষের নিমিত্ত যে দুটী ছাত্র বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার নিমিত্ত লেফটেনেণ্ট গবর্নর সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিষয় লেফটেনেণ্ট গবর্নরের গোচর করেন এবং বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের জুনিয়ার সেক্রেটরি মাজিষ্ট্রেটকে অবগত করাইয়াছেন যে, ব্রজমোহন বাবুর এই সৎকার্য্যের নিমিত্ত লেঃ গবর্নর অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন। বাবু ব্রজমোহন দত্ত এ সম্বন্ধে আমাদের নিকট যে বিজ্ঞাপন পাঠাইয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আমরা আগামীতে প্রকাশ করিব।

বন্দী ব্যক্তি যে নানা নহে সে বিষয়ে সকলে এক রূপ নিঃসন্দেহ হইয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্ট এ ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য কোন রূপ বিচার করিতেছেন না। ইংরাজ জাতির জিঘাংসা বৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবল, আবার তাহাদিগকে যে নানা এত লাঞ্ছনা ও কষ্ট দেয় তাহাকে হাতে পাইয়া তাহারা হারাইলেন, সুতরাং তাহারা যে দিন কতক ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিবেন তাহার কোন ভুল নাই। সিন্ধিয়া বুঝি এই ধাক্কায় যান। অনেকে এখনই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে তিনি গোয়ালিয়ারের দুর্গ হস্তগত করিবার নিমিত্ত গবর্নমেণ্টের সঙ্গে এই খেলা খেলেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন তিনি আসল নানাকে ধরেন কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এক জন জাল নানা খাড়া করেন।

শরৎ-সরোজিনী নামক এক খানি নাটক সমালোচনার্থে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পুস্তক খানি ৺দুর্গাদাসদাস প্রণীত। দুর্গাদাস বাবু এই পুস্তক খানি এই পত্রিকার প্রোপ্রাইটরগণকে উৎসর্গ করিয়াছেন। দুর্গাদাস বাবু উৎসর্গে লিখিয়াছেন যে, তিনি তাঁহাদের পরম আত্মীয়, কিন্তু তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন তথাচ তাঁহাদের কোন মতে স্মরণ হইল না যে দুর্গাদাস দাস নামক তাঁহাদের কোন আত্মীয় ছিলেন অথবা এরূপ কোন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয় ছিল। যাহা হউক দুর্গাদাস বাবু যিনিই হউন, এই পুস্তক খানি উৎসর্গ করিয়া প্রোপ্রাইটরগণকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন। এই পুস্তক খানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থ কর্ত্তা পদে২ দেখাইয়াছেন যে তিনি এক জন যোগ্য ব্যক্তি। বাঙ্গলা ভাষায় এ পর্য্যন্ত যত গুলি নাটক লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে এ খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হউক, দুই এক খানি ব্যতীত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক এক খানিও অদ্যাবধি বাহির হয় নাই। গ্রন্থের কোন অংশ আমাদের বিবেচনায় পরিত্যাগ করা উচিত ছিল, অন্ততঃ ইহার হস্তলিপি প্রোপ্রাইটরগণকে দেখাইলে এ সমুদয় গুলি না থাকার সম্ভাবনা ছিল। দুর্গাদাস বাবুর পুস্তক খানি উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে উৎসর্গিত ব্যক্তিদিগকে একবার জানান উচিত ছিল। দুর্গাদাস বাবু পুস্তক খানি দ্বারা স্পষ্ট রূপে দেখাইয়াছেন যে যত্ন করিলে বাঙ্গলা ভাষাতেও উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখা যায়।

যে রূপ গতিক কালে আমাদের সমুদয় লবণ বিদেশ হইতে আমদানি হইবে। গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর ইটালি হইতেই এদেশে ৩ লক্ষ মনের অধিক লবণ প্রেরিত হয়। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ইটালি হইতে এ দেশে ৫০২৯১ মন লবণ আইসে এবং ইহার মধ্যে সেখানকার আমদানির পরিমাণ এত বৃদ্ধি হইয়াছে। যে দেশে লবণ প্রায় অজস্র সম্ভূত, যে দেশের দীন দরিদ্রের অন্ন এবং লবণ জীবন আধার, সে দেশবাসীর বিদেশীয় লবণের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে! অত্যাচারী মুসলমানদিগের সময়েও এটি ছিল না, তবে মুসলমানেরা অসভ্য ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে সুসভ্য ইংরাজদিগের তুলনা করা আস্পর্দ্ধার কাজ।

দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ২৪ পরগণায় যাহারা লোকের সাহায্য করেন তাঁহাদের নামের যে তালিকা প্রকাশ হইয়াছে তাহার মধ্যে বারুইপুরের জমিদার বাবু রাজ কুমার রায় চৌধুরীর নাম না দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। রাজ কুমার বাবু এই উপলক্ষে বিস্তর ব্যয় করেন। বারুইপুরের ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু মহিম চন্দ্র পাল তাঁহার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে স্পেশিয়াল রিপোর্ট করেন।

এরূপ রাষ্ট্র যে রুসিয়ার পরামর্শে পারস্যের সা ইয়াব খাঁর সাহায্যার্থে হিরাটে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এ সম্বাদটী কত দূর সত্য তাহা আমরা জানি না। তবে রুসিয়াগণ কাবুলে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অনেক দিন সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছেন। তাহাদের সেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আবার এই রূপ রাষ্ট্র যে খিবাতে অরাজকতা উপস্থিত এবং খিবার খাঁ রুসিয়দিগের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। রুসিয়গণের ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন করিবার সুতরাং অনেক পথ পরিষ্কার হইয়াছে। এখন প্রকৃত যদি রুসিয়গণ স্বয়ং কি তাহাদের পক্ষ হইতে পারস্যের সা কাবুলে উপস্থিত হন এবং আমির শের আলির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে আমাদের গবর্ণমেণ্ট কি কৌশল অবলম্বন করিবেন? কাবুল সম্বন্ধে গবর্ণর জেনারেল কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই। গবর্ণর জেনারেলের ইহার নিমিত্ত যে এবার মস্তিষ্ক বিশেষ বিলোড়ন করিতে হইবে তাহার কোন ভুল নাই। যাকুব খাঁকে বন্দী করার মূলীভূত কারণ গবর্ণর জেনারেল হউন আর না হউন তাঁহার কথা ক্রমে যে যাকুব খাঁ কাবুলে উপস্থিত হন সেটি বোধ হয় সত্য। সুতরাং তিনি কাবুলের আত্ম কলহ নিষ্পত্তি করিতে গিয়া এই সমুদয় গোল করিয়াছেন। পিতা পুত্রে বিবাদ থাকায় কাবুলবাসীরা বলবান হইতে পারিত না এবং ইংরাজেরা তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেন। এখন আমিরই জয়ী হউন আর যাকুব খাঁ জয়ী হউন, কাবুল এক জনের অধিকারে আইলেই শঙ্কার বিষয়। যাকুব খাঁর পক্ষে যদি রুসিয়া ও পারস্য অস্ত্র ধারণ করেন তাহা হইলে ইংরাজেরাও হয়ত তাহার পক্ষ হইবেন। ইংরাজেরা যে পক্ষেই গমন করুন এ ঘরোয়া বিবাদ তাহাদের নিতান্ত ব্যর্থ যাইবে না।

NOTICE.

The attention of our subscribers is respectfully drawn to the alteration of our rates of subscription. The Patrika with Supplement is now priced Rs 8 As. 8 and Rs. 10 a year for the Town and Muffsil subscribers respectively.

THE GREAT NATIONAL THEATRE.

BEADON STREET PAVILION No. 6
COME ONE AND ALL
The most Successful heroic Tragico Comedy.
SHOTRU SHUNGHAR OR THE GREAT WAR OF KOOROOKHETTER
শত্রু সংহার কিম্বা মহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ
Saturday, the 19th December, 1874.
Play to Commence at 8 P. M.
BHOOBUN MOHUN NEUGY,
Proprietor.

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA:—FRIDAY, December 11, 1874.

We are really surprised to hear that the students of the National school will not be allowed to compete in the Gymnastic Mela to be held soon under the auspices of the Lieutenant-Governor. To hold a Gymnastic tournament without the students of the National is to perform the act of Hamlet without the hero. We do not think that without the trained students of this school the tournament can be made worth seeing.

We congratulate the citizens of Calcutta on the appointment of the hon'ble Babu Degamber Mittra to the Shrievalty. We owe this concession from Government to the Chief Justice Sir Richard Couch to whom our best thanks are due. Dr. Narayn Daji, the brother of the late Dr. Bhau has been also appointed to the Shrievalty of Bombay. Both these appointments have given universal satisfaction, and though the appointment of Dr. Narayn has not been approved by a certain section of the European community, not a single dissentient voice has been raised against the appointment of the Calcutta sheriff.

Burdwan has received Municipal franchise. Considering that Burdwan was one of the most oppressed Towns in Bengal we are exceedingly glad to learn that the people of that Town will be able at last to manage their own affairs through their own representatives. Municipal oppressions at one time were carried to such a height in the Town that the people to protect themselves tried to form themselves into a rate-payers' association. The movement was first inaugurated by that energetic Sub. Judge of Burdwan, Babu Digambur Biswas and the public of that Town owes its best thanks to the Babu. Thanks are due also to the liberal minded Magistrate and Commissioner of the Division who backed the prayer of the people. But our pleasure has been more than counterbalanced by the ill-success of the citizens of Dacca. They too applied for the boon through their People's Association. A second memorial was submitted by the rate-payers but strange indeed, the Government refused to accede to their request! We all along entertained the foolish notion that Government is really anxious to grant municipal franchise to those who wanted it. This notion originated from a belief in the utterances and good faith of our Government. We were loth to believe that Government could make a promise with the intention of breaking it immediatly afterwards. Mr. Lely of Bombay says that the native press distorts facts and attributes bad motives to Government and he proposes to distribute broad cast a Government organ—a *Moniteur*—to counteract the evils produced by the native Press of India. But can *Moniteurs* justify such an act; we would like to see Mr. Lely himself try it? What a fuss was made about this "Municipal self government!" Sir George even now boasts in England that it was he who first granted the boon of Municipal self government to the natives of Bengal. Yes, such a law was no doubt enacted, and so it was ruled that natives without passing any examination whatever shall be allowed to enter the Civil Service direct! It was three years ago that Sir George trumpetted forth his municipal reform to the world with an energy which well nigh drowned any opposition that might have come from those whom it most concerned. There was however a fearful array of taxes which accompanied the great boon of municipal franchise, and the people being poor, naturally preferred Municipal slavery to the paying of so many taxes. The viceroy came to the rescue of the people, for which blessings on his shoulder, and the people were saved. But Sir George was determined to be generous and he promised that if the people hated taxes he would grant the boon without them. Sir George was only anxious that the foolish people might undervalue the great boon granted to them and not avail themselves of it. He himsef introduced the elective system at Serampore and was delighted to see the success of the scheme. Now the people of Dacca, next to Calcutta the most enlightencity in Bengal, want it and his successor flatly refuses to accede to the request of the citizens. May we inquire what would the proposed *Moniteur* of Mr. Lely say under these circumstances? The people of Dacca committed a fatal mistake. They should have first paid court to their Magistrate and Commissioner and waited upon them. They should do it now and if those unc onar es still refuse, we dare say Lord Northbroook will do them justice. We hope the spirited people of Dacca will not be cowed by a single rebuff.

The following is from an esteemed correspondent at Shillong:—

Mr. Roussac, as you are aware, is a Eurasian and naturally likes Eurasians more than natives. There were all along native Postmasters at Shillong, but since Mr. Roussac's appointment to Chief Inspectorship, Eurasians have been brought from Chandernagore, and posted here. The pay Rs. 75 to 95 is quite inade quate for Eurasians, and so Mr. Roussac has applied for an increase in pay from Rs. 110 to 140. The first Postmaster that he brought, though quite ignorant of his duties, was very obliging and hence the Public had nothing to complain. He fortunately received an appointment in the Dy. acctt. general's office, and resigned his appointment in the Post office. Mr. Roussac was thus put to a great dilemma as to where to get another Eurasian. He sought much but couldn't get one, so he appointed a native, an undergraduate of the Calcutta university and who was then serving in the Gowhati Post office. No sooner he came to Shillong, than he heard from the former, post master who is said to be his relative, that Mr. Roussac has a friend by name Mr. Dassier to provide with. This Dassier is a dismissed employee of the East India Railway Dept. and never saw the face of Government service before. But Mr. Roussac has none to check him, he is all in all in Assam, so he wrote for Mr. Dassier at once, and put the Babu whom he brought from Gowhati only in temporary charge. Sometime afterwards Mr. Dassier arrived, and the Babu was consequently removed to an inferior post with much less pay. This Dassier with little education became a great pest, and commenced to insult gentlemen specially natives, right and left.

I had an occasion to go to the Post office once. A parcel was sent to my address on the 5th of September from Ooterpara which did not reach me, and to enquire of it I went to the Post office. The Post master said that he was not to enquire of a parcel which has not reached his Post office, and that the same will be delivered to me when it arrives. His uncivil talk did really annoy me, so much so, that I repented for having gone over to the Post office, instead of of sending one of my men with a chit. The Postmaster also showed me the rule of no admittance, when there was one of his Eurasian friends standing in the room. I came back slowly and reported the matter to the Director General of Post offices in India direct. I mentioned about the the disobliging conduct of the Post master, and the fact of his being either a friend or a relative of Mr. Roussac. The Director General I hear has called for an explanation from Mr. Roussac, and Mr. Rossac has called one from Mr. Dassier. Now Mr. Dassier is helpless, though his friends assure him that nothing will come up on him for such trifling charges, and that he can bring law-suits against me for having maligned his character. In the meantime I found more of his mistakes, and asked him for explanation. He is now quite embarassed, his friends also have left him. He sent his assistant over to me to apologise, requesting me not to report any other of his irregularities to the Director General as that would give me no earthly benefit, and would ruin him. He further said that he has no Eurasian friends, all his friends are natives. The next day he confessed his own fault and promised to correct himself. I pitied him, and told him that if he continued as he promised I would not trouble him again.

There is now a proposal for starting regular daily mail steamers from Goalunda to Debrooghur. Mr. Franklin Prestage has submitted his proposals to the chief commissioner, who has sent them to the Government of India with his recommendations, whence no reply has as yet been received. The scheme if sanctioned would greatly benefit the public, as Mr. Prestage proposes to take passengers from Gowhati in two days earlier to Calcutta, and to deliver us all letters two days earlier than we now receive.

Babu Srish Chunder Rai 2nd clerk of the Magistrate's office at Pubna got a small pay, we mean small in consideration of his requirements. He was a very good officer and was very much liked by his superior Mr. Taylor the Magistrate; but one passion marred his usefulness, the passion of gambling. He gambled away his pay which as we said was too small for his burning passion. Money must be raised however and he adopted the simple method of forging bills and cashing them. Now as Srish Chundra was entrusted with the cashing of pound and ferry fund bills and refund of criminal deposits he found the game easy enough. He obtained money easily and gambled it away, till at last he was detected. Mr. Taylor took the matter kindly and gave hopes to Srish Chundra that he would be let alone if he would repay the sum that he had stolen, which amounted to 3,200 Rupees. Srish however had gambled away every thing and he had not a pice to give and so was put to *hajut*. But this did not help Mr. Taylor in the least, for as the responsible head of the district, he was bound to make good the loss to Government. He felt it rather a trying affair to part with about his two months pay and he resolved to squeeze the money out of others. Now there was a gang of gamblers at Pubna and Srish gambled with several; but the Magistrate selected two from the party, and confined them in *hajut*. These two were Babus Brojo Nath Mozumdar and Jadub Chandra Dass, the former a rich man and the latter a man of some substance too. They were required to make up the loss and as the *hajut* was rather a hot place and the men had money to pay the former got his release by paying Rs1400 and the latter 600. What measures the Magistrate took to realise the rest we know not. The case we need not say has excited a great deal of interest and the wondering people ask of each other what next and next? We fancy the Magistrate held those gentlemen guilty of the knowledge of malpractises on the part of Srish who is a poor man and got small pay. At all events these gentlemen ought to have been tried in a court of law before being fined so heavily. This is we fear one of the latest developments of personal Government inaugurated by Sir George Campbell.

CIVIL APPEALS BILL—The defectiveness of the lower Courts is frankly admitted by Mr. Hobhouse. He says;—

There is again another matter, one of great importance, which is common ground between myself and the memorialists. They insist very strongly on the necessity of improving and strengthening the Mofussil Courts. It is no doubt a most important subject far more important than any contrivances whatever about appeals. When I addressed the Council last June, I expressed my own opinion as clearly and strongly as I could to that effect, and though it is true that I was speaking principally of Courts of First Instance, my remarks were also applicable to, and intended for, Courts of First Appeal. But how to do it? Aye, there's the rub.

There is one point to which Mr. Hobhouse should have laid particular stress but that he did not. It is not that the Judges are fools, or idle, or currupt that the lower courts are defective, but because our Civil Judges receive no legal training whatever. He says "the Pleaders and British Indian Association do not tell us how they would improve the Courts. The Rajshahi Association do, and I will read their recommendations to the Council." The suggestion that is made by the Rajshye Association is this:

"They would therefore most humbly suggest the following scheme. The special appeals being abolished, the time of the High Court Jug s thus saved may advantageously be employed in making circuits for the purposes of sitting with the District Judges to hear such appeals from orders of the subordinate Judges, which are now appealable to the District Judges. The High Court Judges will do this work in the same way as the Judges of the Westminister Courts do Nisi Prius Court's work in England. In the next place your Excellency's memorialists would have the appointment of an associate Judge in each District Court for the purpose of sitting with the subordinate Judge or the District Judge in hearing all appeals from the decrees of Munsifs. These associate Judges ought to be selected from among pleaders of position, their salary varying from Rs. 500 to Rs. 1,000 per month. They will be a strong element of the appellate Court and at the same time be got at a cheap cost. In cases of difference between two Judges hearing appeals, there may be a provision for reference to the High Court without any necessity on the part of the suitor to appeal.

Now Mr. Hobhouse does not make light of these proposals. He thinks they are well worth consideration, but he goes no further. He asks: "As for the Associate Judges, if you add to a District Judge a man weaker or no stronger than himself, is it certain that you improve the Court? Is it really true that pleaders of such ability and knowledge and practice as to make them efficient assistants to the District Judges are to be got at a cheap cost or are to be got in sufficient numbers at all?" We cannot however see the force of the argument that if you do not add to the court a stronger man than the District Judge you do not improve it at all. The functions of the proposed associate Judge would not be to curb the "overzeal" of the Judge, but to advise him, so we do

not see why a stronger man is necessary. But this we can't help believing as an axiomatic truth that when two men go hand in hand there is much less chance of a fall than when one goes alone. Then there is doubt expressed by Mr. Hobhouse whether really able men could be found among the ranks of pleaders. Well, this point cannot be settled by any discussion, but we shall make one or two remarks. The pleaders receive a thorough legal training and in that respect at least they are superior to the zilla Judges. But we ask with great diffidence, is a high order of talent necessary to perform the functions of the zilla Judge considering the present state of the Moffusil Courts? Uma Charan, a common sheristadar, without any legal training, performed the functions of a Judge for more than 5 years without the fact being detected by the High Court. We believe Mr. Levien got as much praise for his work as his other brother Judges did. And we have therefore a right to expect that the experienced pleaders of our Moffusil courts, with a thorough legal trainng, would do the work much better than what Umachurn did. The Rajshye memorial was probably drawn by a pleader, we pesume by Babu Kishoree Lal Sarkar the Assistant Secretary, or else we do not see why the claims of only "pleaders of position" are so prominently brought forth. The functions of an Associate Judge can be performed as well by experienced Sub-Judges. Mr. Hobhouse eloquenty exclaims: "dont' be blind to the difficulties of the problem." As we fully believe that Mr. Hobhouse means well we have no wish to be blind to the difficulties. But the chief difficulty is not what Mr. Hobhouse thinks —want of capable men. The chief difficulty lies somewhere else. Let Mr. Hobhouse forget for a moment that this is a conquired country; that here justice need not run counter to the fixed policy of Government and every difficulty will vanish before his eyes.

It is because our Government has a fixed policy, and right, justice and so forth must succumb to it, that our rulers find so many difficulties in their way of governing the country well. The first condition is that the fixed policy of Government must be observed and then you can make any proposal you choose. You propose an excellent measure, just, feasible and excellent in every way but if it runs counter to the fixed policy of Government, it is immediately put aside. May we enquire what more capable men do we require than what we can manufacture amongst ourselves? Even if we can find better stuff in a foreign country, do we not destroy our indigenous manufactures by importing them? Can we afford to pay for superior foreign stuff? Would we, if let alone, import such stuff from England and Scotland? Government has determined to impose a grinding tax on a subject country to import "capable" men from England and so Mr. Hobhouse [illegible] problem of improving our moffusil courts so difficult. Are not our Sub-Judges better trained men and more experienced than the district Judges who first learn their alphabet of civil law after *being raised to the bench?* Why not give the sub-Judges another lift and make them district Judges? Then we shall have in the district courts only highly trained and most experienced officers and the measure at the same time will give universal satisfaction. These men will at least do better than what Uma churn did. The Rajshye Association also make some important observations which it appears has escaped the notice of Mr. Hobhouse. They say:—

The value of trial by jury is unjustly under-rated by some. But in the humble opinion of your Excellency's memorialists, the decision of a composite tribunal, either as under the jury-system or in any other form, is, as a general rule, likely to end more satisfactorily, at any event, to give more satisfaction to the parties, than of Courts composed of individual Judges; in fact, when two or more Judges give their opinion in a case consecutively one after another, there is no guarantee of the final result being so good as there would be if all of them sat together assisting and consulting with each other in arriving at a conclusion. In difficult points, the tendency to consult is so strong in a Judge that, in the District Courts occasionally, Judges may be found who are tempted to consult with their sherishtadars. The presence of a brother Judge is also calculated to check whims and fancies. Thus, in the humble opinion of your Excellency's memorialists, the want either of a jury-system or of a composite District Court leaves the parties in a reasonable dissatisfaction. And if it is not proper to suffer this state of things to remain in the Mofussil, the partial appeal to the High Court is not an adequate remedy for it.

It comes to this, that to improve the moffusil courts, it is necessary either to appoint highly trained Judges to the final appellate courts or to make the courts composite. If superior men, as Mr. Hobhouse insinuates, be not available then appoint more than one Judge in the final court or introduce the Jury system. Now Moffosil courts have been overstocked with trained be had in sufficient numbers. We trust the British Indian Association and the Rajshye Association will again press Gavernment for the improvement of the final appellate courts before checking appeals.

The Rungpore Libel Case—The following letter has been sent to us by a correspondent:—

In your issue of the 26th November, I find a leader anent the Libel case brought against Babu Dukhina Mohun Roy Chowdery and Babu Dyal Singh of Rungbore by Babu Gopal Chundra Mookerjee, Executive Engineer of the District. The case is *sub judice* and therefore I beg you will defer making comments on it till it is finally decided.

One thing I beg to state here, in order to correct your informant's statement, that it was *not* stated in the petition that, "if the evidence of Dr. Kristodhone Ghose, Babus Janokeebullub Sen, Jogodindro Narain Roy Chowdery, Mohima Runjun Roy Chowdery, and Romoni Mohun Roy Chowdery were taken, the statements set forth in the petition would be clearly proved;" while on the contrary *all the* above witnesses as well as Mr. Glazier and a few more Zemindars have been cited by the Executive Engineer in this case to prove his innocenee.

Every one of the Zeminders have officially *written* to Babu Gopal Chunder Mookerjee to the effect that the statements made in the petition were entirely false.

You will do serious injustice to Mr. Glazier, Dr. Ghose and the several respectable and influential Zemindars of this place, who have come forward to give their evidence in the case, if you consider that this case has *any concern* whatever with the Levein Case.

P. S. I enclose my card.

We have omitted from the letter a couple of sentences containing benedictions on the head of the Editor, more for the sake of the writer who holds a high rank in the service than for anything that we may care. It is merely untrue that we called Gopal Babu a devil or that we in way tried to prejudge the case against him. We poor natives of the soil are not trusted with any responsible post under Government, and whenever any native like Gopal Babu by his ability secures such posts, he paves the path for others to follow him, and therefore deserves well of his countrymen. It is when such of our countrymen take the aid of the Executive to crush a private individual that they lose our sympathy. If this case had not been an offshot of the Levien case perhaps we might have not noticed it at all, but since as we believe, it is only a sequelle of the Levien affair it naturally excites the interest of the public. Our correspondent however denies that the case has anything to do with the Levien affair. We shall see however as we proceed. It is quite true that some of the zemindars wrote to Gopal Babu exonerating him from the charges laid against him in the petition. But is it not a fact that Gopal Babu wrote to the Zemindars for such certificates? And is it not a fact that at least one of these letters from Gopal Babu was carried to a certain Zemindar not by a peon but a high police officer himself? If we disclose such facts it is only because the officious friend of the Babu has compelled us to do it. The Babu in his deposition thus sets forth his ground of complaint: He deposed.

Dakhina Mohan and Dyal Sing with the aid and abettment of Lal Sing intending to harm my professional reputation, as a Government Engineer maliciously on the 23rd May 1873 sent a petition to His Honor the Lieutenant Governor of Bengal against me, accusing me of being an oppressor and doing just what I pleased in respect of land. My witnesses are Mr. Glazier, Dr. Ghose, Babu Jogodindra Narayn Roy Chowdhry and &c. In the petition there were also allegations against Babu Preo Nath Banerjea my Assistant Engineer.

Gopal Babu was then asked by defendant why did it take one year and five months for him to institute the case. He said in reply that he was collecting proofs to identify those who sent the petition. How flimsy this excuse is will appear from the following facts. The petition against Gopal Babu was sent on the 23rd of May 1873. It was immediately sent to the Magistrate for inquiry so that Gopal Babu as he alleges submitted his explanation on the 14th of the following month. But soon after the petition was sent to the Magistrate for inquiry, Babu Doyal Sing wrote to the Magistrate in his own hand writing that the petition was written out by his son Lal Sing and that it was sent with his full consent. In this letter addressed to the Magistrate and written by Doyal Sing himself, he fully took upon himself the responsibility of sending the petition; and this letter has been lying in the hands of Gopal Babu these 16 months. What more direct proof did he require to bring home the charge of writing the petition to Doyal Babu? If more was needed Babu Kristodhone Ghose, we beg the *Shaheb's* pardon, we mean Dr. Ghose knew all about it and Babu Gopal himself admits in his cross examination that he "heard from Dr. Ghose, about *June* or Dukhina with the knowledge of Doyal Sing." Indeed Babu Doyal Sing never made a secret of the matter. So Gopal Babu could have easily proved the charge against Doyal Babu if he had instituted the case 16 or 15 months before. That he did not, he waited 17 months! Then the case against Mr. Levien was instituted, and as soon as that case was over, lo! comes Gopal Babu with his charge of defamation against the principal witnesses in the Levien case. And who are his witnesses? Mr. Glazier is his principal witness and the other important witness is Babu Jogoddeendra Narain. Now it is well known what important part these two gentlemen played in the Levien drama. Mr. Glazier was all but a Muktiar in that case and Babu Jogodeendra was the only native who gave his deposition in favor of the Judge. Doyal Sing brought serious charges against Mr. Levien and it so irrated Mr. Glazier that he in his deposition vented his wrath upon that gentleman. Taken all these facts together the public have come to one conclusion that the case was brought by Gopal Babu at the instigation of Mr. Glazier, to give Doyal Sing a terrible lesson what it was to run counter to the wishes of the executive.

The principal charges set forth in the petition against Gopal Babu were (1). illegal detention of Babu Dukhina Mohun's bricks and (2) cutting crop bearing lands while uncultivated lands were available. The deposition of Mr. Glazier himself, the District Magistrate, the principal witness of Gopal Babu, will shew whether or not the petitioners were justified in submitting the petition to Government. Mr. Glazier says:

I know Dukhina Mohun Ray and Dyal Sing. I knew Lall Sing as a boy in the English School. I remember having seen the original petition sent up to Government against the Executive Engineer, which petition was the signature of Dukhina Mohun Ray. This is the petition dated the 23rd May 1873. The signature on the petition is that of Dukhina Mohun Roy, I know his signature. This is the draft of the letter I wrote to Dyal Singh (marked S by the Court.) This is the reply I got (marked K) I was called upon a report regarding the charges aginst the Executive Engineer; and the report made by me is this one which I read filed and marked. I sent an extract from my diary of the 20th February 1873 to the Executive Engineer: This is the extract (marked W.) It is the custom to repair roads by cutting the lands on both sides. Villagers generally encroach on the road when cultivating. Dyal Singh was road superintendent some years ago. He resigned in 1869. Dyal Sing once came to me to complain of the detention of the bricks that had been bought by Dukhina Mohun. Gopaul Babu told me as far as I remember that the dispute about the bricks originated during the time that the Assistant Engineer Preonath was here before Gopal Babu arrived in the district. He also said that Dukhina Mohun had not taken away the bricks within the stipulated time and had afterwards gone for the bricks after the ground was [illegible] the water. I do not remember that Gopaul Babu informed me of any particular steps that he himself [illegible] taken in the matter. I believe there was some criminal case between Preonath and Dukhina Babu regarding their bricks. Dyal Sing spoke to me about instituting a case regarding the bricks. I have some idea there was such a case instituted. But do not remember distinctly whether any such case was instituted. I am aware of the overseer Nundo Lall having in repairing roads cut crops on one side of the road when there was uncultivated lands on the other side avaliable for cutting. One of my chaprasees made a complaint of this kind and I personally looked into the matter and ascertained it was a fact. Dyal Singh at a meeting of the Town committe brought some such cases to notice and mentioned that some of Dukhina Babu's ryots had their fields cut up. The facts were recorded on the minutes of the committee, I believe of the Town committe, but it may have been F[illegible] y Fu[illegible] d committe. I did remark and complain that unsymmetrical cuttings were made in the compounds along the side of the road instead of the cittings being regular. No mention was made on my report of my chaprasi's complaint. I did not write to Dukhina Mohun a similar letter to the one I wrote to Dyal Sing. Lall Sing's style is florid as I noticed when he was a boy in school. I know nothing of his style since he had been to College. I do not know his hand writing. I believe that Gopal Babu paid his attention to his complaints about cutting crops when brought to notice. I wrote to Doyal Singh because I stated in my letter he was expecting to be employed in the public service. I had no right to call on Dukhina Babu as he was a private individual. The plaintiff may have mentioned to me that Government bricks were being moulded and consequently Dukhina could not move his bricks. Naunda Lal was employed under the plaintiff and the plaintiff was responsible for supervising his actions.

We regret we have no space for extract from the deposition of Babu, we mean, Dr. Ghose and others. If the friend of Gopal Babu can convince us and the public that the present case has no connection whatever with the Levien affair and can satisfactorily explain why Gopal Babu so long waited to institute his case we shall cease to take any interest in it as one between two private individuals in which the public has no

বিজ্ঞাপন।

কয়লার টেণ্ডার।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা যশোহরের অন্তর্গত নিম্ন লিখিত স্থান সমূহে যাহারা উৎকৃষ্ট প্রকারের নিম্ন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রবল কোল (rubble coal) যোগাইতে পারিবেন তাহারা নিম্ন লিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট টেণ্ডর অর্থাৎ কি মূল্যে উক্ত কোল দিতে পারিবেন তাহার দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন। ইঁট প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রবল কোলের প্রয়োজন।

স্থান	মন।
নবগঙ্গার তীরস্থ মাগুরা সব ডিবিজন	২৫০০
ভৈরব নদীর তীরস্থ যশোহর নগর	১৩০০০

টেণ্ডার গ্রাহ্য হইলে তাহার পর এক মাসের মধ্যে কয়লা উপরোক্ত স্থান সমূহে আমদানি করিতে হইবে।

আবেদন সকল নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট ২৬এ ডিসেম্বরের মধ্যে পৌঁছন আবশ্যক, ইহার পর গৃহীত হইবে না।

জে, পেটারসন (J. Paterson)
এক্‌সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার,
যশোহর। (২)

মায়াকানন।

মাইকেল মধু সুদন দত্ত প্রণীত।

মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০ আনা।

কলিকাতা শোভা বাজার অপর চিৎপুর রোড স্থিত ২৮৩। ৮৪ নং এন, সি, পাল এণ্ড কোম্পানির ইউনিবারস্যাল মেডিক্যাল হল নামক ঔষধালয়ে ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয় সমূহে প্রাপ্তব্য।

শরৎ-সরোজিনী।

নাটক।

নূতন ভারত যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, পটলডাঙ্গা ক্যানিং লাইব্রেরিতে, নিমু খানসামার গলি (পটলডাঙ্গা) ১৭ সংখ্যক ভবনে এবং রাধা বাজার ১০৫ নং চন্দ্র মোহন সুরের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা দুই আনা।

সংবাদ।

—দার্জিলিং নিউস্ বলেন জর্জ্জ স্পেন্সর নামক এক জন চা-কর সাহেব এক ব্যক্তিকে প্রহার করেন। সে মাজিষ্ট্রেট পেজ সাহেবের নিকট অভিযোগ করে। স্পেনসর সাহেবও এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মারপিটের দাবি দিয়া পেজ সাহেবের নিকট আর এক মকদ্দমা আনেন। পেজ সাহেব স্পেন্সরের মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া তাহার বিপক্ষে যে নালিশ হয় তাহাতে তাহাকে জরিমানা করিয়াছেন এবং এই হুকুম দেওয়ার সময় তাহাকে মিথ্যা মকদ্দমা আনিয়াছেন বলিয়া ভারি তিরস্কার করেন। স্পেন্সর সাহেবের নামে এইবার দিয়া দুই বার মারপিটের অভিযোগ হইল। পেজ সাহেব যত দিন তাহাকে জরিমানা করিবেন তত দিন তাহার এই রোগ যাইবে না। তিনি ইহাকে মিয়ারস্ সাহেবের ন্যায় এক বার শ্রীঘরে প্রেরণ করুন। তাহার চৈতন্য হইবে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে, কর্ণেল ফেয়ারকে কে বিষ পান করাইবার চেষ্টা পায় তাহার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বোম্বাই হইতে পোলিশ কমিশনার ও ডিটেকটিব পোলিস বরদায় উপস্থিত হইয়াছেন।

—দুই জন ভোট এক জন হরকরাকে আক্রমণ করে। সাবি নামক এক জন সাহেব হরকরাকে সাহায্য করিতে চান। ভোটেরা সাহেবকে ও হরকরাকে উত্তম [illegible] করে। এরা দুই ব্যক্তিই পোলিস কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া রাজ বিচারে নীত হয়। তাহাদের প্রত্যেকের চারি মাস ফাটক হইয়াছে।

—বেবেরিয়ার রাজা শীঘ্র ভারতবর্ষে আগমন করিবেন। ইনি এক জন সঙ্গীত বিসারদ। পৃথিবীতে এখন যত সভ্য জাতি আছে তাহারা সকলেই প্রায় আর্য্য বংশোদ্ভূত। আর্য্য বংশীয়গণ দেশ কাল ভেদানুসারে নানা স্থানে নানা রূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য ক্রমে এ দেশীয়েরা ভারতবর্ষে আসিয়া অবস্থিতি করেন। এখানে তাহারা আসিয়া পারমার্থিক উন্নতির দিকে একাগ্র চিত্তে নিযুক্ত হন। যাগ, যোগ সাধন, অর্চনা, ধ্যান প্রভৃতি মনুষ্যের যত দূর আয়ত্তাধীন হইতে পারে তাহার সমুদয় ইহারা অধিকার করেন। সঙ্গীত উপাসনার একটী প্রধান সোপান। ইহারা সঙ্গীত বিশেষতঃ কণ্ঠ সঙ্গীতে উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করেন। এই সঙ্গীতের লোপাপত্তি হইবার উপক্রম হয়। রাজা যতীন্দ্র ও সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরদিগের উদ্যোগ ও উৎসাহে আবার ইহা সজীব হইতেছে। ইউরোপীয়েরা এখনও হিন্দু সঙ্গীতের মাধুর্য্য বুঝিতে পারেন নাই। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাহাদের বুদ্ধি কিছু স্থূল। তাহারা এ দেশীয় সঙ্গীতের সূক্ষ্মতা অনুভব করিতে পারেন না। বাবেরিয়ার রাজা এক জন ইউরোপের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা। আমাদের প্রার্থনা যে, রাজা যতীন্দ্র মোহন একবার তাহাকে এ দেশীয় সঙ্গীত বুঝাইয়া দেওয়ার যত্ন করেন। ইউরোপীয়েরা এখন প্রধান জাতি। তাহারা হিন্দুদিগের পূর্ব্ব কীর্ত্তির প্রশংসা করিলে আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

—একটী নূতন করের প্রস্তাব হইতেছে। ইংরাজেরা বলেন যে যত রকম ট্যাক্‌স এ দেশে নির্দ্ধারণ হউক না, এ দেশীয়েরা মিথ্যা কথা ও প্রবঞ্চনার জোরে গবর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিবেন। এই নিমিত্ত কোন বিজ্ঞ ইংরাজ উদর অর্থাৎ ভুঁড়ীর উপর ট্যাকস বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে যাহার ভুঁড়ী মাপিয়া কুড়ি ইঞ্চের কম হইবে তাহার প্রতি কোন ট্যাক্‌স করা হইবে না। যাহার কুড়ী হইতে পাঁচশ ইঞ্চ ভুঁড়ীর বেড় হইবে তাহাকে বৎসর ৫ টাকা ট্যাক্‌স দিতে হইবে। ২৫ হইতে ৩০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত প্রতি ইঞ্চে বৎসর এক টাকা হিসাবে দিতে হইবে এবং ৩০সের অধিক হইলে প্রতি ইঞ্চে দ্বিগুণ করিয়া ট্যাক্‌স দিতে হইবে অর্থাৎ যে ব্যক্তির ভুঁড়ীর বেড় ২৫ ইঞ্চ হইবে তিনি বৎসর ২।।০ টাকা দিবেন, যাহার ৩০ ইঞ্চ বেড় তিনি বৎসর ৭।।০ টাকা, যাহার ৩৫ ইঞ্চ বেড় তিনি ৬২ টাকা এবং যাহার বেড় ৪০ ইঞ্চ তিনি অন্যূন ১৯৮৪ টাকা কর দিবেন। এ ট্যাক্‌সটী শুদ্ধ এ দেশীয়দিগের উপরই বসিবে।' এক দিন কাল এ দেশের এ রূপ সুখের দিন ছিল যে ভুঁড়ী ভিন্ন মানুষ ছিল না, কিন্তু ইংরাজ মহা পুরুষেরা তাহা গলাইয়া দিয়াছেন। এখন আর এ দেশীয়দিগের ভুঁড়ী নাই, আমাদের ভুঁড়ী তাহারা অপহরণ করিয়াছেন। এ দেশীয়গণ অন্ন ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের কষ্টে স্বষ্টে উদর পুর্ত্তি করিতে হয় তাহাদের ভুঁড়ী কোথা হইতে আসিবে?

—আসামের ষ্টিবিন্‌স সাহেব যিনি নর হত্যা অপরাধে রাজ বিচারে নীত হন, তাহার সাহায্যার্থে ইংরাজেরা ৭৫৩৮ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন।

—ধর্ম্মের ঐকান্তিক ভাব যাহাতে থাকে, তাহারই জীবন কখন ধ্বংশ হয় না। রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের যত দোষ থাকুক, উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদের বাইবেলে অচলা ভক্তি। এই ভক্তির নিমিত্ত ইহার এখন সমান প্রভাব রহিয়াছে। সংপ্রতি আমাদের ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট মাষ্টর জেনারল টুইডী সাহেব ও বারিষ্টার উড্রুফ সাহেব রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। তাহারা পূর্ব্বে প্রোটেষ্টেণ্ট ছিলেন। ইহারা ইংলণ্ড হইতে রোমান ক্যাথলিক হইয়া আসিয়াছেন।

—ধৃত ব্যক্তি যে নানা তাহার পোষোকতায় পাওনিয়ার এই কয়েকটী সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সিপাহী যুদ্ধের পূর্ব্বে কর্ণেল মব্রে টমসন নানাকে অনেক বার দেখেন এবং তাহার স্মরণ আছে যে তখন নানার দক্ষিণ [illegible] রকে একটী দাগ ছিল। এই ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহার এই কথা স্মরণ হয়। তিনি প্রকাশ করেন যে যদি এ ব্যক্তি প্রকৃত নানা হয় তবে এই দাগটী থাকার সম্ভাবনা। ধৃত ব্যক্তির দক্ষিণ রকে প্রকৃত এই রূপ একটী দাগ আছে। এই রূপ রাষ্ট্র যে নানার স্ত্রী জীবিত অবস্থায় নেপালে আছেন এবং তিনি সধবা স্ত্রীর ন্যায় আচার ব্যবহার করেন। এতদ্ভিন্ন এক জন নানার সসম্পর্কীয় বৃদ্ধ ধৃত ব্যক্তিকে নানা বলিতেছে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে আমাদের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর জানুয়ারি মাসে চট্টোগ্রাম পরিদর্শনার্থে গমন করিবেন।

—বোধ হয় সকলের স্মরণ আছে যে এক জন আয়ার নামে এই অভিযোগ হয় যে সে একটী সাহেবের বালককে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করিয়াছে। সেসন্স জজ তাহার প্রতি ফাঁসির হুকুম দেন। আয়া এই হুকুমের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আপীল করে। এবং হাইকোর্ট হইতে সে বেকসুরে খালাস হইয়াছে। আমাদের এই সম্বাদটী শুনিয়া শরীর রমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনুষ্য ভ্রম পূর্ণ, তাহার ভ্রম হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু এই রূপ ভ্রম পূর্ণ হইয়া যাহারা মনুষ্য জীবন লইয়া খেলা করেন তাহারা কি ভয়ানক লোক।

— গত বৎসর আসিয়া মাইনরে যেরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় পৃথিবীর অতি অল্প স্থানে কখন এরূপ অন্ন কষ্ট হইয়াছে। অনাহারে প্রায় ১৫০ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। দেশে কৃষাণের কৃষি কার্য্য উপযোগী গবাদি জন্তু, শস্যের বীজ ইত্যাদি এরূপ দুর্ল্লভ হইয়াছে যে, অনেকে আশংকা করিতেছেন আগামী বৎসরেও সেখানে দুর্ভিক্ষ হইবে।

—দরিদ্র ভিকারী ইংরাজদিগের নাম লোফার। মান্দ্রাজে ইহাদের এক জন লোফারের বস্ত্র জরাজীর্ণ হইয়া যায়। সে এই ছিদ্র বস্ত্র শেলাই করিবার নিমিত্ত একটী সূচ ও সূতা চুরি করে। এই অপরাধে ইহার কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে ছয় মাসের মিয়াদ হইয়াছে। এই সম্বাদটী শুনিয়া অনেক হিন্দুর কমল হৃদয় ব্যথিত হইবে।

—মালয়াবাসী একটী যুবক তাহার দন্তের আশ্চর্য্য শক্তি দেখাইতেছে। কোন ধাতু মুদ্রা, পয়সা হউক আর টাকা হউক, সে দন্ত দ্বারা এরূপ সহজে দ্বিখণ্ড করে যে দেখিলে বোধ হয় যে সে বিসকিট কি ঐরূপ সহজ ভঙ্গুর কোন বস্তু দন্তের দ্বারা চর্ব্বণ করিতেছে। যাহাদের দন্ত দুর্ব্বল কি নড়ে তাহারা এই সম্বাদটী শুনিয়া সম্ভবতঃ ভয় পাইবেন।

—গত সাত বৎসরে অযোধ্যায় সহস্র বালক বালিকা ব্যাঘ্র দ্বারা নষ্ট হইয়াছে। ইংরাজ শাসন অবধি সম্ভবতঃ হিংস্র জন্তুর উৎপীড়ন বৃদ্ধি হইয়াছে, কারণ যখন ইংরাজেরা অযোধ্যায় প্রবেশ না করিয়াছিলেন, তখন অযোধ্যাবাসীদের সাহস ছিল, বীর্য্য ছিল, অস্ত্র শস্ত্র ছিল, ইংরাজাধীন হওয়া অবধি তাহাদের এ সমুদয় গিয়াছে। তাহারা ব্যাঘ্র কেন একটী খেপা কুক্কর হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করার সাধ্য তাহাদের নাই।

—[illegible] প্রজাবিপ্লব হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রজারা রাজাকে খাজনা দেওয়া বন্দ করিয়াছে। এক জন তহশিলদার রাজস্ব সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। প্রজারা তাহাকে গুরুতর রূপে প্রহার করিয়াছে। খিবার খাঁ অকূল পাথারে পড়িয়াছেন। তিনি রুশিয়দিগের সাহায্য গ্রহণ নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন। যদি এই সম্বাদটী সত্য হয় তবে রুসিয়গণ আরো অগ্রসর হইলেন। খিবাতে সম্ভবতঃ রুসিয়গণের চক্রে এই গোল যোগ আরম্ভ হইয়াছে। অনেকের এই রূপ বিশ্বাস রুসিয়গণের কৌশলের নিকট ইংরাজেরাও পরাস্ত হন।

—[illegible] মহা পুরুষেরা সে দিবস দাস ব্যবসা উঠাইবার নিমিত্ত এত উদ্যোগ করেন, যে মহাপুরুষেরা আমাদিগকে [illegible] বলেন, যাহারা খৃষ্টান ধর্ম্মের নিমিত্ত [illegible] তাহারা লাডকে কিসে অধিক চরণ [illegible] সুবিধার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন।

INDINA PUBLIC OPINION.

THE KING COTTON

(From the Bharatshangskarak)

The miserable condition in which the Indian weavers have been reduced by the Manchester merchants pains even a most obdurate heart. To remove this misery the Bombayits, sometimes ago, established certain machines and manufactured clothes to a large extent. The merchants of Manchester have to pay 80 or 84 lacs of Rs. a year for importing their piece-goods, while the Bombayists can sell their manufactures without paying any kind of duty whatever. This caused apprehension to the English merchants. Subsequently a representative of the Manchester people became a member of the India Council. What we apprehended by the occurrence of these two circumstances has actually come to pass. We clearly see that the triumph of Manchester is certain. The principle of free trade is on their side. Several members of Parliament are on their side; Lord Salisbury on their side; and that high consideration, the interest of England is on their side. Now their end will be gained, if the Government of India also side with them. But we earnestly solicit the Government, it will take the condition of India in its consideration before it passes any opinion in the matter.

THE SAME.

(From the Indian Daily News)

THE extent of the influence of Manchester on English politics, and the danger to India which may occasionally arise from a blind exercise of that influence, have not often been so plainly exposed to the world, as in the report of the deputation of Manchester merchants who waited on the Secretary of State on the 4th November last. In all the talk which took place at the deputation, we look in vain for that anxious and intelligent concern for the real interests of India, which however foreign it may be to the bosom of Manchester merchants, we have some sort of right to expect in the official utterances of the autocrat of India. Instead of any feeling of this kind, we have peeping out everywhere a selfish devotion to their own gains on the part of the Manchester men, and on the part of the Marquis Salisbury a flimsily veiled anxiety to avoid giving offence to a powerful political party. From a study of this conference, the question inevitably arises: Will India always be sacrificed to English political parties? The question before the deputation was, whether it was right to retain the small Indian import duties on cotton yarns and other goods; and no one can feel much surprised to learn that the retention of these duties is considered highly impolitic by the the disinterested mind of Manchester. See how nicely the impolicy of these duties is expo ed. The revenue from this source, it is said, is steadily failing, and will, therefore, in all probability, some day collapse altogether. Accordingly, no great object can be secured by retaining it, especially if in the interval between the present and the moment of its collapse, some serious evil should be bequeathed by it to the country. Of course Manchester has not to look far or long, to discover or imagine some evil of this kind; and one is accordingly forthcoming in the shape of a prescriptive right to protection on the part of vested interests. We admit freely that, if manufactures were to spring up in India, and could not be produced at a lower cost than the present cost of imported fabrics, such manufactures would acquire a prescriptive right to protection. In that case, we should be disposed to justify the protection, on the simple but satisfactory ground that what are glibly styled free-trade principles are obviously inapplicable, in their fulness, to a country in which free trade has never been honestly permitted to develop. It is absurd to talk of free-trade principles in the abstract, when all the indigenous industries of India have been so unduly weighted in political handicaps, that some of them have actually perished, while others are lingering on in an attenuated existence. But there is no reasonable ground for supposing that Indian fabrics will not eventually be produced in this country, at a lower cost than the present and probable future cost of importing similar fabrics from England; and if the revenue derived from such imports must eventually decrease because the imports will be undersold by home produce, the present abolition of the import duties would mean a good deal more than the mere loss of revenue which we must be prepared some day to meet. It would mean, just at present, such a further handicapping of Indian industries as would kill them outright, and prevent them from eventually competing with Manchester. To Manchester men this might possibly, and will doubtless, seem a consummation most devoutly to be wished; but in India, where indigenous industries are being crushed out by an ungenerous neglect, and where all classes of the people are being gradually thrown upon the land, and the food resources of the country threaten to fall short of the demands of a people who are artificially, if rightly, preserved from battle, murder, and sudden deaths, such consummation entirely fails to recommend itself to the intelligent mind.

It is superfluous to say that we sympathise very slightly with the hysterical portion of the political and economic beliefs of men as the author of some laborious papers on the commercial exploitation of the Indian populations, which appeared a couple of years ago in the *Calcutta Review*; but it will be allowed even by those who are at one with us in this feeling, that the papers to which we refer very plainly showed that the coasting trade of India was gradually perishing, that its hand-looms were passing away, and that once flourishing communities were being steadily reduced to abject poverty. At present we have only, or chiefly, to deal with those industries which have been ruined in consequence of the culpable, and indeed criminal, neglect of the Indian Government, here and at home, to fairly protect the indigenous manufactures of India. This neglect, as we needly hardly point out, has been intentional, being, in fact the sacrifice offered by short-sighted statesmen, for the sake of present peace, to the influential money-grubbers of England. Lord Salisbury, in his reply to the deputation, points out clearly enough that the revenue from imports shows no present sign of decreasing, and is not therefore, financially so unimportant as the Manchester men desire to have it considered. He also hints that fabrics will probably some day be more cheaply produced in this country; and he shows that as the aggregate revenue from imports, which is still increasing, falls short of the average fluctuation in the opium revenue it would be impossible to give up the import duty with out providing some other stop-gap for the deficit which would then be inevitable. Finally, he shows how impolitic it would be to introduce, at the cost of serious discontent, taxes which have already been discredited in India; and how difficult, if not impossible, it is to invent others. But it will strike many thoughtful persons in India that Lord Salisbury was merely playing with his audience—afraid to tell them the whole truth. If it be true that grave anxiety is felt about the food-supply of the people of India, and that it has become necessary to arrest the further progress of that gradual transfer to the land of persons who formerely lived by handicraft—which has been going on for some years, until it has grown into an administrative scandal—then, it seems to us, it was his Lordship's plain duty to put clearly before the deputation the obligation now incumbent on the India Government to f[illegible] [illegible]d create Indian industries ... one day under-sell Manchester—though this is clearly not what the Marquis of Salisbury thinks—but even if it be so, the present duty of the Indian Government is to protect all indigenous industries that are capable of keeping the people off the land—and to do so at any cost to the merchants of Manchester. And if this must be done at all, it will probably have to be done by leaving such a narrow margin of profit to Manchester importers, as will dissuade them from striving to vie with the industries which may spring up here. Eventually, as Mr. Elliot and others have often shown, Indian industries will need no protection. But, in the meantime, the least adverse influence may destroy them; and it is of importance that the political influence of Manchester should not be permitted to interfere with England's fulfilment of an important obligation to the people of India.

THE SAME.

(From the Indu Prakash)

Here is the final decision on the question of protective duties in India given by the highest official directly connected with her Government. Lord Salisbury decisively states that the British Government could not impose any protective duties because they could not be maintained in theory and it had, itself induced other Governments to remove them. By the latter, he means the European Governments. This is a good illustration of the evil of applying principles adapted to countries advanced in material wealth to countries much backward in that respect, The Marquis however thinks that the import duties did not operate as protective duties and that the revenue of this country did not permit their repeal. This opinion however, any one can see, is founded on such slippery ground that we shall not be surprised to hear ere long said that the duties did afford protection and the revenue could spare their amount. Thus we see how in some respects, a highly civilised country becomes baneful to the little advanced one under its power.

THF CRIMINAL PROCEDURE CODE.

(From the Hindoo Patriot.)

A REFERENCE was lately made to the High Court by the Sessions Judge of Tipperah, which shews how the clauses for summary trials under the new Criminal Procedure Code are calculated to frustrate the ends of justice. The reference was made in connection with the proceedings of the Magistrate of Tipperah in a case of theft tried by him under Section 381. The case was tried by him summarily under the provisions of Section 222 of the new Code of Criminal Procedure, which lays down that a case of theft can be summarily tried, if the amount stolen does not exceed Rs. 50. The accused was a khansamah of a Mr. J. P. Leicester, and the charge against him was that he had stolen a box containing Rs. 50. in cash, and the box worth 8 annas 6 pie. The value of the property, therefore, which the prosecutor said he had stolen was worth Rs. 50-8-6. The Magistrate, however, struck out the 8 annas 6 pie, and by so doing empowered himself to try the case summarily; and after convicting the accused sentenced him to three months' rigorous imprisonment. The prisoner appealed to the Sessions Judge on the ground that he had been illegally tried and convicted, and also on the ground that there was no evidence against him upon which to ground a conviction. The Sessions Judge therefore sent for the proceedings under the provisions of Section 295, and also requested the Magistrate to remark on the allegation made in regard to the value of the propert . He replied that he considered the box of no value because it was thrown away by the thief who had no object in stealing the box. The Sessions Judge remarks, "this argument is not sound. The box formed a portion of the property stolen, and was valued by the prosecutor, and which brought the value up to a sum exceeding Rs. 50, and therefore took the case out of the provisions relating to summary trials. The sum may be, as in this instance, small, but this cannot affect the question in the least, and I do not think that the Magisrate had the power to try the case summarily." It was also urged before the Sessions Court that there was no evidence upon which a conviction could be properly had and that the Magistrate erred in saying that the "cash-box was last seen in his (prisoner's) charge, and he was the only person likely to have been able to take it out of the almirah," inasmuch as the cash-box was never put in his charge at all, he having only general charge of the house at the time of the supposed theft, and that the finding of the box in in the river was not nearer the prisoner's house than that of many others. The Sessions Judge observes: "As the trial was a summary one, nothing can be obtained from the records; but under the circumstances, I think the summary proceedings should be quashed and another trial directed, not only on account of what has been remarked above, but on the inadequacy of the sentence passed by the Magistrate. If the offence of which the appellant has been charged as proved, three months imprisonment is one very inadequate; but from the Magistrate's judgment it would appear that the evidence against him is by no means conclusive." The reference was heard by a Division Bench of the High Court consisting of Justices Markby and Mitter. They remark as follows:

"Upon the whole, it seems to us that the view taken by the Magistrate was that he was at liberty, upon his own authority and without taking evidence, to throw the box entirely out of consideration. Now that course would clearly be illegal, for, as I have said before, *prima facie* the box and pencil were of some value, and although the Magistrate would have a right to inquire into the facts in order to see whether he had jurisdiction, those facts would have to be inquired into by taking evidence precisely in the same way as he would take evidence upon the merits of the case. Under these circumstances, we are compelled to come to the conclusion that the Magistrate had no jurisdiction in this case, and that therefore the conviction ought to be quashed.

We may add that in this case we should probably have directed some further inquiry to be made, but it appears that the prisoner has already been in jail since the 22nd June last, upon a sentence of three months' imprisonment; and therefore if any further inquiry be now made, the time for which he has been sentenced will expire before the case be finally disposed of."

This case shews what a dangerous power is placed in the hands of the Mofusil Magistrate. If he is disposed to ride rough-shod over the liberty of the subject, there is no power on earth, which can prevent his so doing. There is no record in appeal. Fortunately in this case the value of the things stolen was more than Rs. 60, and the Sessions Judge happened to be one, who was jealous of the liberty of the subject, and he took the case in right earnest, and got the sentence, which he says was passed upon inconclusive evidence, quashed, but this was not done until about two months out of three to which the prisoner had been sentenced had elapsed. But if the value of the things alleged to have been stolen by the prisoner had not exceeded Rs. 50, there would have been no remedy for him. We do not know how many cases are occurring in the Mofussil in which innocent persons are being thus sent to the jail by over-zealous Magistrates under the summary clauses of the new Criminal Procedure Code. In a matter of this kind one case is as good as a dozen or a hundred; it shews how the power is likely to be abused; of course the natives hav[e] ... agitate as the latter have done in the Meares, case; but will not the wrong be therefore righted? We pause for a reply.

MR. GRANT DUFF.

(From the Monitor.)

THE sojourn of Mr. Grant Duff in this country is an incident of no small importance. We always felicitate ourselves when an Englishman—a member of Parliament—professes to make India his special study. The ignorance of the English people in regard to the affairs of this country is proverbial. This ignorance is the source of many evils to which the country is exposed, and any thing therefore that is expected to dispel that ignorance is indeed a cause of congratulation to us. An ordinary Englishman writing a book or a pamphlet on any Indian subject making a speech at some institute or other or contributing an article to some newspaper or periodical is deemed by the natives of India to be a benefactor. It inspires them with much confidence when an influential member of the English society be he a member of Parliament or not does any of the above things. But when a member of Parliament of Mr. Grant Duff's position and influence condescends to visit this country with the avowed object of seeing it with his own eyes we really feel delighted in the belief that his interest is not passing. This belief is very assuring more especially when Mr. Grant Duff contributes to it. He is a man of vast erudition. His influence in the political worlds is also very great certainly not so great yet as that of Disraeli or of Gladstone, but undoubtedly already much greater than that of the majority of the commons. He is accustomed to deal in Indian subjects, but unfortunately he is not quite at home with them. He himself feels his deficiency and maintains his position in any contest or even sometimes obtains victory by skilful manœuveres and because those who are opposed to him are not better furnished than himself. It is a pity that it should be so. We do not wish to be harsh upon Mr. Grant Duff, it would be a breach of hospitality on our part if we were so. When he is now in our midst and confesses his dificiency we ought to forget the past, give him a hearty welcome and help him to acquire that knowledge which he seeks. Mr. Grant Duff wishes to test by means of personal observations on the spot his impressions of Indian affairs derived during his official life at the Indian office. This desire is certainly commendable, but whether on the spot or at a distance, Mr. Grant Duff would not be a bit wiser if he were to take a view of things from the India House point of view. He must not carry his first impression along with him. He must view things independent of those impressions and absolutely divest himself of them. The field before him is an extensive one but his time is short. It is said that he will be required in England in march next; so that we fear it would not be possible for him to go through the entire in all its ramifications. We doubt whether he would have sufficient time to obtain as much information in any one department as would stand him and the country in stead. We hope Mr. Grant Duff would not turn out to be another Victor Jacquemont who after a few minutes' conversation with a revenue officer in this country fancied himself to be thoroughly conversant with all its revenue affairs.

PLANTERS.

(From the Hindu Hitoishini.)

Perhaps the heart-rending groans of 200 millions have reached the Throne on High, perhaps the cup of our misery is full and prosperity dawns on us, perhaps some good angels unable to bear the sad spectacle, have come down to move the hearts of our rulers! Or else how can we account for this sudden change, though small still cheering in the administration of justice? We hitherto entertained the idea that the Anglo Indians are gods and placed above human justice. They have frequently been guilty of murder, cruelty and all the horrible crimes, which result from a blood-thirsty and irreligious disposition but they have been rarely held accountable. The police is afraid of Englishmen. The native judges are in dread of the Government, while the English judges are friendly disposed towards the culprits. The jury is generally composed of low Englishmen. The rich and dreaded Anglo-Indians can easily procure false witnesses. Placed among such favorable circumstances, is it strange that they were rarely proved guilty and impunity led them more and more to crimes? A ray of hope dawns on us however. One Meares of Jessore, an Anglo-Indian, horsewhipped a poor innocent Dák peon. Mr. Smith, the Magistrate of Jessore, investigated the matter and found Meares guilty, He was sentenced to three months rigorous imprisonment. This is an extraordinary event in the annals of British Indian Administration. The punishment of an Englishman is a miracle. A similar miracle occurred lately at Cachar. Mr. Peares, the manager of the Dooarbund Plantation in Cachar, wounded his cook, a native, with the sharp end of a knife. He was found guilty and punished with three months imprisonment and a fine of Rs. 200. One or two such cases must not lead us to think that our government has repented and intends to be impartial in future. There are some English officials whose sense of justice is not tainted and it is they who like the select few now and then take pity on us. Our government is fully aware that partiality is shown towards the Anglo-Indians, but it never takes measures to correct the abuses. We give only two instances of injustice but many outrageous acts daily take peace al ost in every district. One of the Magistrates of Calcutta, on a very light charge, fined a carriage-driver Rs. 50. Of course the driver was a native. A poor oilman of Calcutta brought a charge against Major Waters for assault. The case was fully proved but the Magistrate dismissed it on the plea that the charge was too simple to be taken notice of; he at the same time advised the Major to bring against the oilmon a charge for damages. These Saheb broight his oase and the poornative was fined Rs. 20.

THE INDIAN CIVIL SERVICE.

(From the Indu Prokash.)

THIS is a subject which is now attracting the attention of the English and Anglo-Indian journals. The failure of the competition system is insisted upon everywhere, the causes of it are being sought and various suggestions made to remedy it. The controversy was introduced originally, if we are not mistaken, by the *Edinburgh Review* and has since been hotly carried on by tho other journals. It is however remarkable with respect to this controversy that all writers seem to agree in affirming that the competition system has failed. It has not succeeded in providing India with men such as are most wanted by her, and has furnished to India only, what may be called, administrative machines. It is therefore now suggested that some measures should be taken to inspire life into them. It is proposed to frame such a scheme as would give the candidates a certain amount of experience of social life. Mere passing an examination by cramming a certain amount of books is found not to make good administrators. The establishment of something like the Haileybury College is therefore thought necessary. The candidates who would then pass the final examinations, it is proposed, would be more useful in the general administration

Whether this plan can be successful we have already in a previous article expressed our opinion. It might certainly succeed in giving us better men than we get at present. But it is difficult to persuade oneself to believe that foreigners who have studied a few books and known each other's opinions on abstract questions and interchanged each other's thoughts in daily conversation can succeed in administering the affairs of this country. The want of acquaintance and sympathy with the customs and habits of the various peoples that inhabit this country on the part of the model Civil Servants that are proposed to be manufactured, their usual pride of being the "heaven-born," their hopes of rising in the service by fawning upon the British public opinion, which has as yet no truthful guide, and their natural partiality to British interests, all these circumstances point to one conclusion *viz.*, that these model Civil Servants cannot succeed in governing the country to its contentment and welfare. The men that can do this are those who do take any interest in the progress of the country and are amenable to the opinion of the inhabitants of the country whose servants they are. We have however insisted upon this often and often. We shall see what practical measure the present controversy ends in.

What however more astonishes us is the fate met by the desire which the British Parliament had long ago expressed to the effect that the Natives of this country should be admitted into the Civil Service. It is now about 3 or 4 years since the Government of India was directed to frame rules in view of carrying into effect the desire of Parliament. But it is surprising to learn that all that time has not been sufficient for the purpose. The Secretary of State, and the East India Association through him, twice or thrice reminded the Government of the duty they were entrusted with, but with no more effect than drawing an answer that the subject was under its consideration. The famine intervened and disabled the Government from giving much or perhaps any attention to it. Now however that the famine is over we hope the subject will be taken up and soon brought to an end. The controversy which we have spoken of above has however its bearing on the subject which has to be decided by the Government of India. Lord Northbrook when he first landed on these shores was memorialised with respect to this subject and took that occasion to express his opinion to the effect that he would give his serious attention to it, but that he could not make up his mind to introduce the competitive system in India. Whether in the very beginning of his rule, when he had hardly any intimate knowledge of the Native community, he was justified in affirming that the competition system, of course provided with suitable restrictions, would not succeed in this country, it is indeed questionable. But now that the competitive system, as it existed in England, has failed, there is no hope of its being adopted here. Nor do we mean to say that it is not often attended with consequences by no means agreeable. What we want however is that the best intellect of our country should be given a share in the administration of the country. Or rather now that Parliament has declared that the highly educated Natives should be given a share, it should be without much unnecessary delay considered how best that can be done. There are no doubt many considerations by no means easy of solution. Suppose some such plan as that proposed for manufacturing candidates for the Service by Mr. Goldsmid were adopted here, what would be the result ? All those who now attend the Arts or other Colleges and can pay the fees of the new College would prefer the latter to the former and flock to it. And very soon a restriction would have to be placed to check the supply ; for already we have seen the opinion expressed that the service is over-stocked. Another consideration is with regard to the competition that would then be carried on between the English and the Native Civil Servants. It would give not a few occasions to create discontent if Government gives any undue preference to any of the two classes. This fact however has, it may be confessed, already pointed out to the Natives that they could not receive fair play in the new rules, and that these will be sufficiently stringent to prevent any but an inconsiderable number from being actually admitted into the the Service. Moreover the difference in the kinds of the treatment received by Babu Surrendronath and by Messrs. Humprey and Leyien shews that the number of Native Civil Servants would not be allowed to increase. However the case may be, let us see what the Government of India would do in that direction. There has been more than sufficient delay and but for the neglect with which public opinion is treated here, due care would have been taken to do it long ago.

THE CONDUCT OF OUR RULERS.

(From the Native Public Opinion.)

"There are not many young men who doubt of their ability to make a constitution or to govern a kingdom. To know well the local and the natural man ; to track the silent march of human affairs ; *to reconcile principles to circumstances, and be no wiser than the times will permit,* is a task in which the great and good have often failed, and which it is not only wise, but pious and just in common men to avoid."—Sidney Smith.

This extract clearly demonstrates, if demonstration were needed, that the science of Government is attainable only by study and by reflection. A mere visionary, who frames his theory of Government, without anticipating the effects of his speculation upon the awkward complexities of real life, proves a failure as a ruler ; nay, he proves a mischievous ruler. If in a country, where the Governors and the Governed are spurng from the same stock and are guided by the same traditions, the functions of a Governor are found to be so difficult, those difficulties are still more enhanced, when it so happens that the governors and the governed belong to two different races. It behoves then that the governors should take care not to alienate the affections of the people, by trampling in a high-handed manner, upon any of their cherished institutions and they cannot be too careful when the institutions are regarded by the people as sanctioned by their religion.

The foregoing observations were evoked by the conduct of the Assistant Superintendent of Police, stationed at Palghaut during the recent car festival held in that station. The facts, as we gather them from the *Athenæum and Daily News*, are these. About the beginning of this month, the car at Palghaut was to be dragged through the streets inhabited by Brahmins. For the sake of preserving peace in those streets, the Superintendent ordered some Thier constables to attend the procession. The Brahmins and the Nairs, as was naturally to be expected, took objection to the Thier constables, and petitioned the Superintendent to substitute constables of other caste. Here was a fair opportunity to the Superintendent to rectify his mistake. But no. He would uphold the theory, the equality of all persons before the eye of the law. He replied that the roads were public roads, and, as such, open to men of all castes, and that his former order could not be recalled. There was a violent commotion among the high caste men of that locality, and they immediately telegraphed to the Governor, the Collector and the other authorities. The festivities were, of course, interrupted so long as that obnoxious order remained in force.

Now, we would ask why all this unusual stir ? It is a well known fact that the Thiers of the Western Coast are treated with the same contempt there, with which the Pariahs are treated in the Eastern Coast. It is equally well known that the Brahmins and Nairs there are more obstinately attached to their national customs, and are more conservative than the Brahmins of this coast. The Police Superintendent ordered his Thier constables to freely mingle and rub shoulders and Nairs meet for the celebration of a religious ceremoney viz., the dragging of a car. Such an order then could only have emanated from an officer who was either grossly ignorant of the customs of the place, or who was unsympathetic with the people thus to outrage their feelings. The circumstance that the road is a public one is no defence at all. It is generally considered unfair when parties to ordinary private suits insist upon technical objections. This defence appears to us quite untenable, when the matter is one where the officer was required to exercise his *discretion,* when it is a matter which affects the policy of the Government towards its subjects, which ought always to be a policy characterised by sympathy and conciliation. We will conclude our remarks with another extract which forcibly enunciates the duty which a foreign governor owes to the governed. "Nothing can so effectually contribute to the permanency of any foreign dominions as preserving to the governed their ancient established practices, civil and religious, and protecting them in the exercise of their own institutes ; for, however defective and absurd these may in many instances appear, they must be infinitely more acceptable than any which their governors could offer ; since they are supported by the accumulated prejudice of ages, and in the opinions of their followers derive their origin from the Divinity Himself."—Hamilton's Discourse on the Hedaya.

LAND SETTLEMENT.

(From the Indian Mirror.)

The benefits of the permanent settlement may be clearly realised if we once think what Bengal would have been under any other settlement. Suppose that we had no middlemen in tho shape of Zemindars and that Government were empowered to settle the land every thirty years ; unless we take our Government to be perfect, the chance is that there would be as much discontent and uncertainty as we now see have attended a similar settlement in the other provinces of India. In Bombay where periodical settlement obtains, the ryots are literally ground down by taxation and tyranny. Nowhere perhaps in whole India is so much discontent visible. The exploits of its settlement officers are sung with groans and curses. A comparision of the revenue statements every ten years would show the number of forfeitures and fines owing to default in the payment of the *khazana.* There are ryots, and they are many, who leave their lands out of sheer disgust and inability to meet the Government demands. The recent orders of the Bombay authorities to revise the settlement may restore confidence to some extent ; but as we take it, no concession however ample will increase the popularity of Government. The cause is simple. There the ryots have to deal directly with the State authorities and the latter being ignorant of the habits and feelings of the people will never miss committing blunders. Politically, therefore, Bengal is safe, because here the whole amount of curses falls upon the heads of the Zemindars as responsible for the oppressions and misdeeds that take place, whereas Government is popular. The ryots look to the paternal Government for every redress of their wrongs. This was manifested in the late Pubna disturbances where we found the refractory ryots praying loudly for the direct government of the Queen. In Bombay on the other hand the political relations between the conquered and the conquerors are not safe, because it is the Government that has to bear the whole share of the unpopularity which here is happily diverted to another channel. If we consider, therfore, the political expediency of the permanent settlement, its utility is not only vast but unquestionable.

OUR FINANCIAL DERANGEMENT.

(From the Bengal e)

John Stuart Mill protested strongly against the abolition of the rule of the East India Company. We do not share all his views regarding the administration of the Company ; but it is impossible to deny that in one respect his predictions have been verified to the letter. Under the present regime, Native Princes are better treated than they used to be ; there are no more territorial annexations under flimsy pretexts ; some natives have been elevated to the Bench of the High Court of Bengal and others are assisting in the work of legislation and on the whole the policy of the administration is more liberal than it was during the last days of the Company's rule ; but financially we are worse off than even when Lord Wellesley put a severe strain upon the resources of the empire for the destruction of the Mahratta power. Whatever the faults of the Company—and their name was legion during the earlier days of its rule—it understood economy and was always averse to increased taxation. No financial measure has been productive of so much good as the abolition of the transit duties which paralysed the internal trade of the country, and this was the act of the Company—an act of which the credit must be shared by Lord William Bentinck and Sir Charles Trevelyan.

The Company could always present a bold front to the Government of the United Kingdom, which the Secretary of State for India can never do. The Indian Secretary is a member of the Cabinet, and as such he is bound to be at one with his colleagues on points of general policy. It is the duty of his colleagues to relieve the British Exchequer as much as possible, and if they can do so at the expense of the Indian Exchequer on plausible pretexts, they do not scruple to do so, as in the matter of recruiting discussed in our last impression. If a difference of opinion arises between the Secretary of State for India and his colleagues, the former as the weaker party goes to the wall. Hence we see haughty and imperious nobles like the Duke of Argyll and the Marquis of Salisbury protesting feebly against measures calculated to injure the Indian tax-payer, and afterwards acquiescing in them in silence. The East India Company, on the other hand, had no party or official ties to fetter its action and it was a quasi-independent corporation. On one occasion, when the Board of Control sought to compel the Company to pay the King of Oudh's debts to British subjects, the Company fought out the matter in the Court of Queen's Bench.

If the India Office were to fight after this fashion with the War Office in the matter of recruiting, or with the Home Office about postal charges, the spectacle would be too scandalous to be tolerated for a moment, yet without such fighting India would be unable to obtain justice.

As Sir Charles Trevelyan said in his evidence before the Indian Finance Committee. "The Home Government, or rather the Home Government backed by the Home public, has a giant's strength which no Indian Government can stand against, and when the Government of India, powerful as it is in India, sees that the people of England are bent on a thing, and have their heads full of it and their imagination excited, and are determined to have it, the Indian Government cannot resist it." Against this giant's strength, the East India Company was a bulwark ; that bulwark is gone, and we are financially helpless.

Much has been said about the elasticity of the Indian Revenue—under the present regime. There can be no doubt that since the abolition of the Company's rule, the revenue has increased ; but to what is this increase due ? If it were owing solely or chiefly to the increased material prosperity of the country, the increase would certainly be a matter for congratulation ; but the increased material prosperity of the country is extremely problematical. Orissa and Tirhoot tell tales which Mr. Theodore Martin would find it hard to explain away. In a country where thousands of people die brought to the verge of starvation by a single season's rainfall, it is absurd to talk of material prosperity. Of course the imports and exports have increased, and the customs' duties yield a larger sum than they used to do ; but this after all is a poor index of the condition of the people. The increase of revenue is chiefly due to increased taxation—a matter of grumbling and not one of congratulation.

KING COTTON AND LORD SALISBURY.

(From the Hindoo Patriot.)

Lord Salisbury met King Cotton in the face and has fairly vanquished him. In courteous but decisive terms the Marquis answered all the objections urged by the Manchester deputation to the import duties levied by the Indian Government on cotton and cotton goods from England. Mr. Johnson, chairman of the Manchester Chamber of Cemmerce, who introduced the deputation, observed "that the duties were originally levied for revenue purposes alone, but it was found that in their operation they aided protection, that they were injurious to British manufacture by limiting production, and they were injurious to the population of India by artificially raising the price of the commodities they purchased." Mr. Lord, a member of the deputation remarked that "English manufactures were burdened with a tax of from 20 to 30 per cent. as compared with manufactures in India. The tax on the capital employed in the English mills he said amounted to about 13 to 15 per cent. The duty realised amounted to a sum of about £800,000, and he felt that this was a great difficulty." The Marquis of Salisbury took the bull by the horn, and gave an answer, which if Manchester were reasonable and open to conviction, ought to seal its lips.

Nothing could be fairer than the reply of Lord Salisbury. The mills which have sprung up in India have naturally alarmed Manchester, but the cotton lords forget that India having got the raw material has an inherent advantage over England. Even the abolition of the duty would not take away that advantage. Hitherto gross injustice had been done to India by the denial of that protection which it was entitled to from the Government. Even now that protection is not to be given. On the contrary the duty has been lowered from what it was fifteen years ago, and thus whatever protection had been given before has been latterly relaxed. But the people of India are learning more and more the arts of civilization, which England has been diffusing in the East, and to avail themselves of the resources which bountiful nature has bestowed upon them, but which they were not hitherto in a position to utilize. The seeds of progress have just been sown, and scarcely have they germinated when the icy hand of Manchester is stretched forth to kill them. Could anything be more grossly selfish than this ? India is weak, but Manchester is strong. India has no voice in Parliament, but Manchester has a preponderance in it. India has always been the milch cow of England ; its milk is being drained Heaven knows in how many ways, and the dumb millions simply look on and suffer. Now and then some English philanthropists take pity upon them, and lend them a voice. But these are not always heard. It is only when the Government come to their protection, they have a chance of relief. But past experience shews that the *Rakhaksh* has been the *Bhakashk* —the protector, the devourer. In the present instance however the protector has fulfilled his sacred trust. Lord Salisbury has resisted the selfish demands of Manchester with a sagacity, force, and conscientious regard for the interests of the millions of the Queen's subjects, which cannot be too highly commended, and for which they cannot be too grateful. We have little to add to what His Lordship said in reply to Manchester. We may however remark that one immediate effect of India's competition with Manchester has been the lowering of the prices of piece-goods, and that means no small saving to the poor Indians, who clothe themselves with the Manchester fabrics. Of course Manchester does not like this loss, but is India to be govorned for the benefit of King Cotton alone ?

THE UNJUST DEMAND OF MANCHESTER.

(From the Sahachar.)

We are informed that Lord Salisbury has requested the India Government to alter and amend the rules relating to the levying of duties upon articles of merchandise. We apprehend that this step taken by our State Secretary is owing to the representation of Manchester merchants for giving a blow to the rising cloth manufactures in India. The Tory ministers do not dare to provoke people like the powerful merchants of Manchester. The great defect of the free constitution of England is that the governing body actuated by party spirit does many times deviate from the path of justice and reason. This is despotism of olden times in another shape. The unlimited power of a single monarch is hundred times more desirable than this selfish arbitrariness of a community.

The Manchester merchants representated to Lord Salisbury that the high rates of duty have checked the trade in piece goods and the duties levied by the India Government show a gradual falling off. But the State Secretary shewed that while the income from that source in 1869 was Rs. 7460000, the income in the last year amounted in round numbers to Rs. 8160000. Besides, the average import of Manchester piece goods per year in the last ten years valued at one hundred and sixty millions of rupees, that of 1872-73 valued at Rs. 17,2,3,40,000. The readers will thus percieve how far the selfish merchants of Manchester are accurate in their statements. The weavers are crying for free trade. In the begining the Government in England adopted the principle of free trade, and Lord Salisbury is also of opinion that so far as the principle is regarded the merchants are right. But he urged that India is a poor country, where the Government cannot suddenly give up an annual income of 81 lakhs of rupees. But the Manchester merchants have prevailed upon the members of Parliament, where they have no few friends. Besides, the Ministers are afraid of them. So the Government of India has been asked if it can help the merchants in any way.

But we warn the Government of India. The little manufacturing we had has been destroyed by the Government for the good of the English merchants and manufacturers. We will observe that the duty upon the Dacca muslin is levied at a higher rate than that levied upon the Manchester piece goods. Our weavers have been entirely impoverished. But this is not all. The Government in India has come to learn th… the whole population cannot live upon land alone and that very few persons take to colonisation. Under these circumstances calamities like the late famine will always befall the land, if endeavours are not made to improve the manufactures of the country. Was it possible for England, two hundred years previously, to adopt tho principle of free trade ? This principle ought to be adopted in consideration of time and circumstance. The selfish prayer of Manchester should be rejected, or else immense injuries will be done to India. That cotton being exported from our country should be again imported here in the shape of cloths is quite unnatura… Manchester may exert what it may, it is sure to leave India before long.

Printed and published by Chunder Nath Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.

রিলিফ কমিটীর অধ্যক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে রিলিফ বন্দ হইল। অনক্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে আর কোন রূপ সাহায্য করা যাইবে না। গত বৎসর দুর্ভিক্ষের আশংকায় লোক হতচৈতন্য হয়। ভারতবর্ষে না হউক, বাঙ্গলাওত্রিহুতে কেহ জীবিত থাকিবে এরূপ আশা আর কাহার ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদৎ অন্নাভাবে বাঙ্গলার এক প্রাণীও প্রাণত্যাগ করে নাই। ত্রিহুতের জন সংখ্যা দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছে কি হ্রাস হইয়াছে সে বিষয় এখনও স্থির করা যায় না। গবর্ণমেণ্ট অদ্ভুত উদ্যোগ করেন এবং এরূপ উদ্যোগ না করিলে দেশের সর্ব্বনাশ হইত। লোকের গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভক্তির সীমা নাই, তাহারা হৃদয়ের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ করিতেছে। প্রায় দেশ সমেত লোকের এই রূপ মনের ভাব, কিন্তু তথাচ অনেকে এখন জিজ্ঞাসা করেন যে প্রকৃত কি দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল? গবর্ণমেণ্ট নিজ হইতে ও চাঁদা তুলিয়া প্রায় ছয় কোটি টাকা ইহার নিমিত্ত ব্যয় করিয়াছেন। যাহার দশ টাকার সঙ্গতি আছে তাহারও স্বতঃ পরতঃ ইহার নিমিত্ত অন্ততঃ দুই টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে এবং এই রূপে এদেশীয় লোকেরা অন্যূন কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এ টাকা গুলি দুর্ভিক্ষের নামে ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে দেশের অন্ন কষ্ট দূর হইয়াছে না অন্ন কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে? দেশের মধ্যে এরূপ লোক নাই যে এই ধাক্কায় ঋণগ্রস্থ না হইয়াছেন, এবং এই ধাক্কায় কত পরিবার উচ্ছিন্ন যাইবেন, কত পরিবার ৫০ বৎসরের মধ্যও সুধরাইতে পারিবেন না! বাঙ্গলা নির্ধন হইয়াছে, শস্য শূন্য হইয়াছে এবং জগদীশ্বর না করেন যদি আবার ৫।৭ বৎসরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয় তবে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ধনী নির্ধন সকলেরই অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হয় কি না তাহা বিধাতা জানেন, কিন্তু এই আনুমানিক দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎ দেশের সর্ব্বস্বান্ত করা হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ মন চাউল এখনও গুদমে পচিতেছে, এই রূপ করিয়া এই এক বৎসরে দেশ নির্ধন ও সশূন্য করিয়া এখন সেণ্ট্রেল কমিটী প্রকাশ করিতেছেন যে আমরা আর কাহাকে রিলিফ দিব না। অনেকে বলেন যে, রিলিফ বন্দের সময় হয় নাই, রিলিফের সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক দল দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে সাধুবাদ করিতে চান, আর এক দলের মতে গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াই হউক আর না বুঝিয়াই হউক দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন বলিয়া সাধারণের তিরস্কারের যোগ্য।

—বরদায় অরাজকতা উপস্থিত হয়। উপস্থিত হউক না হউক গুইকরের প্রধান শত্রু কর্ণেল ফেয়ার গবর্ণমেণ্টে এই রূপ রিপোর্ট করেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে কমিশন নিযুক্ত হয়। তাহারা তদারক করেন যে বরদায় প্রকৃত অবিচার হইতেছে কি না। ইংরাজেরা যেখানে প্রবেশ করেন সেইখানে ঘরেয়া বিবাদ বাধাইয়া দেন। বরদায় কর্ণেল সাহেবের অনুগ্রহে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হয়। কমিশনারগণ গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন যে, গুইকর প্রকৃত অত্যাচারী। কর্ণেল অনেক লোকের দ্বারা জোগাড় করিয়া এটী প্রমাণ করাইয়া দেন। গবরণর জেনারেল ১৮ মাস সময় দিয়া বলেন যে, ইহার মধ্যে যদি গুইকরের অবিচার ও অত্যাচারের ক্ষান্ত না হয় তবে গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি কোন কঠিন আজ্ঞা দিবেন। কর্ণেল ফেয়ার আশা করিয়াছিলেন যে কমিশনারগণের রিপোর্টে গুইকর রাজ্যচ্যুত হইবেন এবং তিনি বরদার রাজ তক্তায় বসিবেন; গবর্ণর জেনারেলের বিচারে সুতরাং তিনি কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। গুইকর দাদা ভাই নরজিকে দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করিলেন। কর্ণেল ভাবিলেন যে এ ভারি বিপদ। দাদা ভাই নরজি অতি চতুর, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ইংলণ্ডেও তাহার অনেকের সঙ্গে আত্মীয়তা আলাপ পরিচয় আছে। কর্ণেল প্রথমে চেষ্টা পাইলেন যাহাতে নরজি দেওয়ান না হইতে পারেন। তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না। তাহার পর যাহাতে শোকে নরজির প্রতি অসন্তুষ্ট হয় এই রূপ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাহার পর গুইকরের উপর বিষ প্রয়োগের দোষারোপ করেন। নরজি এ সমুদয় বিষয় লিখিয়া গবরণর জেনারেলকে জানান। গবর্ণর জেনারেল এই নিমিত্ত কর্ণেল ফেয়ারকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। যখন এই শুভ সংবাদ বরদায় প্রকাশ হইল তখন গুইকরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি তিন হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করান। এই সুবিচারে গুইকর ত আনন্দিত হইবেনই, বোধ হয় সকল স্বাধীন ও করদ রাজারা আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। রেসিডেণ্টগণ রাজারদিগের প্রতি যে রূপ ভয়ানক অবিচার ও অত্যাচার করেন, তাহারা যে রূপ বেয়াদব, তাহাতে তাহাদের কাহার শাস্তি ও অপদস্থ হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। গুইকর কিন্তু একটু সাবধানে থাকিবেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে গুইকরের দরখাস্ত অনুসারে স্থানান্তরিত করিয়া যে রেসিডেণ্টগণের পদ গৌরব পূর্ব্বাপেক্ষা লাঘব করিয়াছেন, বিশেষতঃ গুইকরের প্রতি বিষ প্রয়োগ দোষারোপ করার অল্প দিন পরে এই দণ্ড হওয়ায় যে মহারাজাদিগকে কিছু স্পর্দ্ধা দেওয়া হইয়াছে ও রেসিডেণ্টগণকে কতক রাজাদিগের শাসনাধীন রাখা হইয়াছে তাহা তাহারা বিলক্ষণ বুঝিতেছেন। ফল গুইকরের প্রতি এত অনুগ্রহ কেন? এ দেশে ইংরাজেরা যাহার প্রতি প্রথম যত অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন ভবিষ্যতে তাঁহার ভাল কি মন্দ হইয়াছে তাহা ইতিহাস পাঠে অনায়াসে আমরা অবগত হইতে পারি।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীরাম তারণ রায় রাণীগঞ্জ—"জ্ঞানাঙ্কুর" হইতে 'অদৃষ্ট বাদ' নামক যে প্রস্তাবটির কিয়দংশ অতিরিক্ত অমৃত বাজার পত্রিকায় উদ্ধৃত করা হয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন। পত্র প্রেরক সমুদায় প্রস্তাবটি জ্ঞানাঙ্কুরে পাঠ করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিবেন।

শ্রীরামগোপাল বন্দোপাধ্যায়, বেনারস—কাশীর মহারাজার একটি পৌত্র হইয়াছে। এই উপলক্ষে তিনি বিস্তর দান করিয়াছেন। হিন্দুস্থানীরাই এই দানের ফল বেশী প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী ভিক্ষুকেরা তত লাভ করিতে পারে নাই।

কস্যচিৎ দর্শকস্য—যে ঘটনাটি লিখিয়াছেন তাহা সংবাদ পত্রে উঠিবার যোগ্য নহে। যাহাতে সাধারণের প্রীতি জন্মে এ রূপ সংবাদ পাঠাইবেন।

শ্রীপ, ভ—যে পত্রিকার বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন তাহাতেই আপনার প্রস্তাবটি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত পাঠাইবেন।

শ্রীচাঁদ মিঞা প্রভৃতি প্রজাগণ, ডাবুক, বীরভূম—ইহাদের ভুম্যধিকারিণী শ্রীমতী ব্রজঙ্গনার দান শীলতার সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন যে, এই গ্রামের আট মাইলের মধ্যে একটি পাঠশালাও নাই। এমত অবস্থায় তাঁহার দ্বারা একটি স্কুল স্থাপিত হয় ইহা প্রার্থনীয়। গত বৎসর ইহার পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সিংহ একটি স্কুলের উদ্যোগী ছিলেন, কোন কারণ বশতঃ ইহা হইতে তিনি ক্ষান্ত থাকেন। এক্ষণ সে কারণ গিয়াছে, অতএব পত্র প্রেরকেরা আশা করেন যে, তিনি পুনরায় এ মহৎ চেষ্টায় উদ্যোগী হন।

শ্রীবিপ্র দাস মুখোপাধ্যায়, মহেশপুর—ইহার এক জন আত্মীয় পীড়িত হওয়ায় কোন হাতুড়িয়া বৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হয়েন এবং ক্রমে তাহার পীড়া এ রূপ বৃদ্ধি হইয়া পড়ে যে অবশেষে তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া বহু ব্যয়ে চিকিৎসা করিতে হয়। পত্র প্রেরক স্বভাবতঃ এই জন্যে হাতুড়িয়া বৈদ্যের উপর চটিয়া গিয়াছেন এবং তাহার নামে নালিশ করিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। পত্র প্রেরক প্রস্তাব করেন যে গবর্ণমেণ্টের এমন কোন আইন করা কর্ত্তব্য যাহাতে হাতুড়িয়া বৈদ্যরা কাহাকে চিকিৎসা না করিতে পারে। প্রেরকের এই রূপ প্রস্তাব করার পূর্ব্বে বিবেচনা কর্ত্তব্য ছিল যে, অনেক সুশিক্ষিত ডাক্তার সহজ রোগী কাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। এমত অবস্থায় হাতুড়িয়ারা বলিতে পারে যে, যখন সুশিক্ষিত ডাক্তারদিগকেও কখন২ যমের সহদরে ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখা যায় তখন কেন শুদ্ধ তাহাদের জন্যেই এরূপ আইন প্রচলিত হইবে?

প্রেরিত।

রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের দুর্দ্দশা।

আমরা অতিশয় গরিব এবং মুরুব্বিহীন। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রের প্রতিপালন করিব বলিয়া রেলওয়ে ষ্টেসনের কর্ম্ম করিতে বদ্ধ হইয়াছি। আমাদিগের ছুটী অতি বিরল। এমন কি, পিতা মাতা মরিলেও ছুটী পাওয়া যায় না। এ জন্য অনেকে পিতা মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়াও পত্র গোপন করিয়া রাখেন। ছুটীর জন্য বেশী বিরক্ত করিলে মুনিব মহাশয়েরা এক বারে ছুটী লইতে বলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা অতি গরিব, কর্ম্ম না করিলে কি রূপে চলিবে, এ জন্য মুনিব মহাশয়েরা যে রূপ হুকুম দেন অগত্যা আমাদিগকে তাহাতেই সম্মত হইতে হয়। যদি কেহ এই গরিবদের বন্ধু থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগকে ঘৃণা না করিয়া আমাদিগের বিষয় কিঞ্চিৎ আন্দোলন করুন। আমাদের কতক গুলি বদ্‌নাম আছে! আমরা ইহার উত্তর দেই যে, আমরা পরম হংস বা বকা ধার্ম্মিক নহি। বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন যে রেলওয়ে ষ্টেসনের কর্ম্মচারীদের বয়স ১৫ হইতে ৩০ শের ঊর্দ্ধ প্রায় নাই, এরূপ বয়সে মনুষ্য স্বভাবতঃ কুকর্ম্মে রত হয়। সঙ্গে পরিবার রাখিতে পারিলে অনেকের চরিত্র সংশোধন হইতে পারে, কিন্তু রাখি কি রূপে? আমাদের বেতন ১৫।২০, বড় জোর ৪০ টাকা। যাহাদের বেতন ৩০ কি ৪০ তাঁহারা প্রায় স্ত্রী সঙ্গে রাখিয়া শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারাই এক্ষণে ভদ্র বলিয়া পরিচিত॥ তবে এই ১৫।২০ টাকার ভদ্র লোকদিগের উপায়? আমরা কি চির দিনই বদ্‌মায়েসী করিয়া রেলওয়ের কলঙ্ক রাখিব? এ রূপ দয়ালু মহাত্মা কেহই নাই যে এই অধমদের প্রতি দৃষ্টি করেন, ইহাদের চরিত্র শোধনের উপায় করিয়া দেন? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে একটী উপায় আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহা এই—

বৎসরে দুই বার করিয়া আমাদের ছুটী দেওয়া হউক। তাহা হইলে আমরা মাঝে২ পরিবারদিগের কষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া অনেকটা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারি। আমরা এত বাবু কিসে? ছুটী নাই, বাটীর চালে খড় আছে কি না, চোরে বাহির দরজায় আগড় খানি চুরি করে নিয়ে গেছে কি না, পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র দুবেলা পেট ভরে ভাত খেতে পাচ্ছেন কি না তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাই না। রেলওয়ে কোম্পানির বালাখানায় বাস করি, কাজে কাজেই মনটিও বালাখানা হয়ে উঠে। যদি আমরা মধ্যে২ বাটী যাইতে পাই এবং স্বচক্ষে পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রের কষ্ট দেখিয়া তাহাদের দুঃখ নিশ্বাসের সহিত আমাদের দুঃখ নিশ্বাস ফেলিতে পারি তাহা হইলে কি আর আমাদের বাবুয়ানা থাকে, না আর আমাদের বদমায়েসী করিতে মন যায়? আমরা কালে ভদ্রে যদি কখন ছুটি পাই, বড় জোর ৩০ টাকা সঙ্গে করিয়া বাটী গমন করি। এদিকে বাটীর লোকে ৪০ টাকা দেনা করে বসে আছেন। কোথায় কত দিনের পর বাটী গিয়া আমোদ প্রমোদ করিব না আমি এত পাব, উনি এত পাবেন, ভাগাড়ে যেন গরু পড়েছে শকুনির মত দিকে ধরে টানাটানি। মনে হইতেছে কি কুকর্ম্মই করিলাম। কিছু দিনের স্ত্রীর মনে কত আহ্লাদ হইবে, খিয়াই তাহার প্রাণ উড়ে ত্যক্ত করিতে লাগল ওরে আর কেন যাচ্ছে। না।

মায়েস সেই বদ মায়েস হইয়া দাঁড়াইল। সেই জন্য বলিতেছি যে যদি মধ্যে মধ্যে ছুটি দেওয়া হয় তাহা হইলে আর এ দোষ থাকে না। অতএব আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই বোধ হয় যে আমাদের সচ্চরিত্র করিতে হইলে দুটি উপায়, হয় ছুটী, নয় বেতন বৃদ্ধি।

শ্রী ———রেলওয়ে কর্ম্মচারী।

দরভাঙ্গায় লর্ড নর্থব্রুক মহোদয়ের শুভাগমন।

১লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্নে মহামান্য ভাইসরয় মহোদয়ের শুভাগমন হইয়াছিল। দরভাঙ্গার রাজভবনের দক্ষিণ প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে নগরীর এক প্রান্তে লহরিয়া সরাহি কানাইয়া মিসিরের পুষ্করণীর নিকটে স্থানীয় যাবদীয় ভদ্র সন্তান ও অন্যান্য বহুতর জনগণ অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ স্থানটির মনোহর শোভা হইয়াছিল। রাস্তার পূর্ব্বদিকে সুসজ্জিত অলঙ্কৃত এবং বিচিত্রিত হস্তি আরূঢ় জমিদার মহাজন এবং কর্ম্মচারী ভদ্র সন্তানেরা শ্রেণী বদ্ধ হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এ প্রকার হস্তির সংখ্যা অন্যূন দুই শত বোধ হইয়াছিল। রাস্তার অপর প্রান্তে একটি বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপের নিম্নে আসনোপরি কয়েক খানি চৌকি রক্ষিত হইয়া ছিল, উর্ণা পত্র এবং বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি " ট্রাইয়মফেণ্ট আর্চ্চ " হইয়া ছিল। এই স্থানটির এক পার্শ্বে এক দল ইংরাজি বাজাওয়ালা দণ্ডায়মান, অপর পার্শে স্থানীয় ভলনটীয়ার কোরের প্রধান সেনাপতি নিজ সৈন্যগণ সহিত নিষ্কষিত তরবারি হস্তে এবং অশ্বারোহণে জাক জমকের সহিত উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ সুপারইনটেণ্ডেণ্ট সাহেব তাঁহার ইনেস্পেকটর কনষ্টবলের দলবলের সহিত চতুর্দিক ভ্রমণ করত পাহারা দিতে ছিলেন। অন্যান্য যাবদীয় লোক কিঞ্চিৎ দূরে পুষ্করিণীর পাড়ের উপর ও দূরস্থিত ক্ষেত্রাদিতে, এবং রাস্তার পার্শ্বে, কেহ দণ্ডায়মান থাকিয়া কেহ বা বসিয়া এই মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিতে ছিল। ভাইসরয় মহোদয় প্রাতে মোজফ্ফাপুর হইতে রওনা হইয়া পুনা নামক স্থানে গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত অশ্বালয় পরিদর্শন পূর্ব্বক এ স্থানে অপরাহ্নে বেলা ৪টার সময় শুভাগমন করেন। তিনি স্থানীয় মহারাজার ঘোড়ার গাড়িতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার গাড়িতে তাঁহার পুত্র যিনি এডিকং এবং কমিসনর শ্রীযুত বেলী সাহেব লক্ষিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় কমিসনর মেজেষ্ট্রেট এবং ডিষ্ট্রিকট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেব অগ্রসর অশ্বারোহণে পুনা হইতে তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিয়া ছিলেন। পৌঁছিবা মত্র বাদ্য বাজিতে লাগিল, তোপ ধ্বনী হইল, সৈন্যদিগের অস্ত্র শস্ত্র সঞ্চালন দ্বারা সম্মান প্রদত্ত হইল এবং সর্ব্ব দিক হইতে সর্ব্ব লোক দ্বারা নতশির ও সেলাম অর্পিত হইল। ভাইসরয় মহোদয়ও এক হস্ত প্রত্যুত্তর প্রদানে অশক্ত বোধে উভয় হস্ত বারম্বার উত্তোলন পুর্ব্বক যাবদীয় লোকের সন্তোষ পরিবর্দ্ধন করিলেন। দরভাঙ্গার মহারাজার খুল্লতাত দুই জন, এবং জমিদার বাহাদুর আলি খাঁ সাহেব, শুরসন্তের রাজ পুত্র এবং আর দুই এক জন সম্ভ্রান্ত লোক একটি অপর চন্দ্রাতপের মধ্য হইতে অগ্রসর হওয়াতে সম্ভাবিত হইলেন, তদপরেই গবণর জেনারেল বাহাদুরের গাড়ি দরভাঙ্গাভিমুখে দ্রুতবেগে [...]বিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ ২ বডীগার্ড, ভলনটিয়ার, [...]স্থি, সকল লোক, সকল কর্ম্মচারি, গমন [...]লন। মহারাজার নরগওনাস্থিত দ্বিতল [...]জুর সাহেব থাকেন তথায় ভাই- [...] হইয়াছিল। লহরিয়া সরাই [...]রগওনা পর্য্যন্ত রাজ [...] পাহারা দ্বারা [...] পার্শ্বে [...]টার সময় রাজবাটীতে শুভাগমন করেন। একে রাজবাটি তাহাতে তাদৃশ মহল্লোকের শুভাগমন জন্য গৃহ সকল সুশোভিত সুসজ্জিত করিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। প্রজ্জলিত দীপমালা বহির্ভাগে প্রকোষ্টে২ এ প্রকার মনোহর আকারে স্থাপিত হইয়াছিল যে তাহা দর্শন করিয়া সর্ব্ব সাধারণে আনন্দিত হইয়াছিলেন। প্রথম গেটর উপর God Save the Queen এবং সিংদরজার উপরে Welcome to Dhurbhangah. বাক্য সকল বড় অক্ষরে জাজ্বল্যমান রূপে প্রকাশ পাইতে ছিল। শুভাগমনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আতসবাজি আরম্ভ হয় এবং এক ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত দর্শক বৃন্দ মোহিত হইয়া আশ্চর্য্য২ অগ্নি ক্রিয়া সকল দর্শন করিতেছিলেন।

রাজ বাটিতে যে লিভি হয়, তাহাতে কএকজন চিহ্নিত জমিদার রাজা এবং রায় বাহাদুর এবং সমস্ত ইংরেজ ভিন্ন অপর অন্য কাহাকে যাইতে দেওয়া হয় নাই। এমন কি রাজ ভবনের চতুষ্পার্শ্বে যে বিস্তীর্ণ কমপাউণ্ড বাগীচা আছে, তথায়ও অন্য কাহাকে যাইতে দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক ভাইসরয় মহোদয় এই প্রকারে রাজ ভবন হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় নরগওনায় আসিয়া রাত্রি তথায় অতিবাহিত করেন। পরদিন প্রাতে তিনি কমিসনারের সহিত রাজার গাড়ি ঘোড়া আরোহণ পূর্ব্বক, রহিকা, মধুবেনী, বহেড়া প্রভৃতি দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সকল পরিদর্শন করত সন্ধ্যার সময় আবার দরভাঙ্গায় প্রত্যাগত হন। এবং ৩রা তারিখে বেলা ১০ টার সময় যাত্রা করিয়া স্থানীয় মহারাজার অশ্বালয় বগীখানা সাজখানা হাঁস পাতাল ইস্কুল ও অন্যান্য রাজ ভবন পরিদর্শন করত ত্রিহুত রেলওয়ে ষ্টেশনে গমন করেন। তথায় ইংরাজি বাজনা এবং সেপাহি শান্ত্রির পাহারা জাক জমকের সহিত তাঁহাকে রেলগাড়িতে আরোহণ করাইয়া সকল ইংরেজ ও ভদ্র সন্তান মহাশয়েরা নিজ২ আবাসে প্রত্যাগত হইলেন। দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন বঙ্গদেশ বাসীগণের মন যে প্রকার অব্যক্ত না হর্ষ না দুঃখ ভাবে অবিভুত হইতে দেখা যায়, লর্ড সাহেব বাহাদুরের আগমন ও প্রত্যাগমনে ক্ষণকাল জন্য তদ্রুপ ভাবোদয় লক্ষিত হইয়াছিল। বর্ষা কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ত্রিহুত রেল বন্ধ ছিল। ইহা পরিত্যক্ত হইবে এবং চিরকাল জন্য বন্দ রহিল এই প্রকার দেখিয়া শুনিয়া তদ্বিষয়ে সকলেই হতাশ হইয়া ছিলেন। আপাততঃ শুনা যাইতেছে যে আগামী ১লা জানুয়ারি হইতে এ রেল আবার চলিবেক; এবং ভাড়া লইয়া সর্ব্ব সাধারণকে যাতায়াত করিতে দিবে। দরভাঙ্গা অতি প্রসিদ্ধ স্থান বিশেষতঃ রাজা বাবুয়াল জমিদার এবং মহাজন এ স্থানে থাকিয়া বিস্তৃত কর্ম্ম কার্য্য ও ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেছেন। দরভাঙ্গা শীঘ্র একটী স্বতন্ত্র জেলা হইবেক শুনা যাইতেছে তাহাতে ঐ রেলটী থাকা যে অতীব আবশ্যক তাহা আর বলা বাহুল্য; এবং উহা থাকিলে রেলওয়ে কোম্পানি অনেক উপার্জ্জন করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

দরভাঙ্গা } জনৈক
৫ই ডিসেম্বর ১৮৭৪। } পরিদর্শক।

পাবনায় চুরি ডাকাইতের প্রাদুর্ভাব।

অত্রত্য পাবনা জিলায় ভয়ানক প্রজা বিদ্রোহের ঘটনা বোধ হয় আপনার পাঠক বর্গের কাহারো অবিদিত নাই। অনল এক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ হয় নাই। অদ্য দুই বৎসর যাবৎ এ স্থানের ভদ্র লোকের ধন মান জীবন রক্ষা পাওয়া দুস্কর হইয়াছে। যত দিন প্রজাগণ জমিদারের বশ না হইবেক তত দিন এ স্থান নিরাপদ হইবেক না। এ স্থানে চুরি ডাকাইতি, ও অন্যান্য কুৎসিৎ ঘৃণাকর কার্য্যের এত দূর প্রাদুর্ভাব যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রায় প্রত্যহ ৭।৮ [...]ড়ী চুরি হইয়া থাকে। গত কল্য রজনীতে বেড়ার [...]ী নদীতে এক নৌকায় প্রকাণ্ড ডাকাইতি হইয়া [...] জন লোক শুইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩ জন হত হইয়াছে ও। অপর ২ জন সাতারিয়া নদী পার হইয়া সাহাজাদপুরের থানায় এজাহার দিয়াছে। পুলিশ কাহাকেও ধৃত করিতে পারেন নাই। নোলেন সাহেব স্বয়ং তদারক করিতেছেন কি হয় বলিতে পারি না। এত অত্যাচার করিয়াও বিদ্রোহীগণ উৎসাহ পাইতেছে ইহাই আশ্চর্য্য। তদন্ত যাহা জানা যায় পশ্চাৎ লিখিব।

আপনার জনৈক পাঠক

মফঃস্বলের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু জগচ্চন্দ্র ঘটক জলপাইগুড়ি	৮
" " প্যারি মোহন চট্টোপাধ্যায় দুর্গপুর রাজসাহী	১০
" " গুরুদাস সেন, বোয়ালিয়া	৮
" " রাজ কুমার রায় চৌধুরি, বারুইপুর	১০
" " রসিক লাল বসু, মাহেস শ্রীরামপুর	৫
" " হরিনাথ চক্রবর্ত্তী, মাহিগঞ্জ রংপুর	১০
" " গিরিশ চন্দ্র চৌধুরি, দিনাজপুর	৫
" " রাম কালী চৌধুরি কানপুর	১০
" " ধন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়	১০
" " ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় যশোহর	২
" " গোলোক চন্দ্র রায় চৌধুরি চট্টোগ্রাম	৪
" " যদু নাথ চট্টোপাধ্যায় দিনাজপুর	১০
" " শশী ভূষণ মৈত্র বাকিপুর	৪
" " ব্রজ মোহন দত্ত বাটাজোড় মান্দারিপুর	৮
" " ঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মানভূম	২৸০
" " স্বরূপ চন্দ্র দাস রংপুর	১০
" " কালী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাকিপুর	৮
" " শিব চন্দ্র অধিকারি চালা, সিরাজগঞ্জ	১।০
" " ঈশান চন্দ্র বক্সি ধুবুড়ি	১৸০
" " গিরিশ চন্দ্র রায় রায়নগর, সিলেট	১০
" সৈয়দ আবদুল রহিম গোপালপুর মাদারিপুর	৬
শ্রীযুক্ত বাবু গৌর মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সিনথিয়া	৮
" " শ্যামা প্রসাদ রায় চৌধুরী কাসিমপুর ঢাকা	৮
" " দোল গোবিন্দ নায়েক রানিগঞ্জ	১০
" " ঈশ্বর চন্দ্র নাথ দালাল চিংড়া ডুমরিয়া	৪৷৴
" " লাল গোপাল বিশ্বাস রাণাঘাট	১২
" " কৈলাস চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ত্রিপুরা	১
" " চন্দ্র নাথ বাগচি রামঘর ভাগলপুর	৫
" " কালী নাথ বিশ্বাস মধুপুর	১২
" " গোবিন্দ রাম চৌধুরী গোহাটি	১০
" " গদাধর খাঁ রংপুর	২৫
" " মহেন্দ্র নাথ পণ্ডিত বর্দ্ধমান	১০
" " শশী ভুষণ ভট্টাচার্য্য কালীপুর	৩
" " শশী ভুষণ সুর এলাহাবাদ	৩
" " আনন্দ চন্দ্র সেন বরিশাল	১০

বিজ্ঞাপন।

কর্ম্মখালী।

জেলা মেদিনীপুরের অন্তঃগত ষ্টেন মহনন্দপুরের মধ্যে মহিষাদল রাজ বাটিতে রাজার কুমারদিগকে ইংরাজী পড়াইবার ও রীতি নীতি শিক্ষা করাইবার জন্য একজন উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। মাসিক বেতন ১০০ এক শত টাকা। যিনি সাবেক সিনিয়ার এসকলারসিপ হালডার অথবা এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথচ শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া তাহার রীতি নীতিতে বিশেষ পারগ হইয়াছেন এমত সৎ স্বভাব বিশিষ্ট কর্ম্ম প্রার্থিগণের আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবে। কর্ম্মার্থিগণ স্ব স্ব প্রশংসা পত্রের অনুলিপি সহ ডিসম্বর মাসের ২০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিবেন।

শ্রীকান্তি চন্দ্র দাস
দেওয়ান মহিষাদল রাজ বাটি।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ চা[...]য্যের গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্প[...] শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।